আধুনিক যুগ-৩

তানহি খান তানহা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

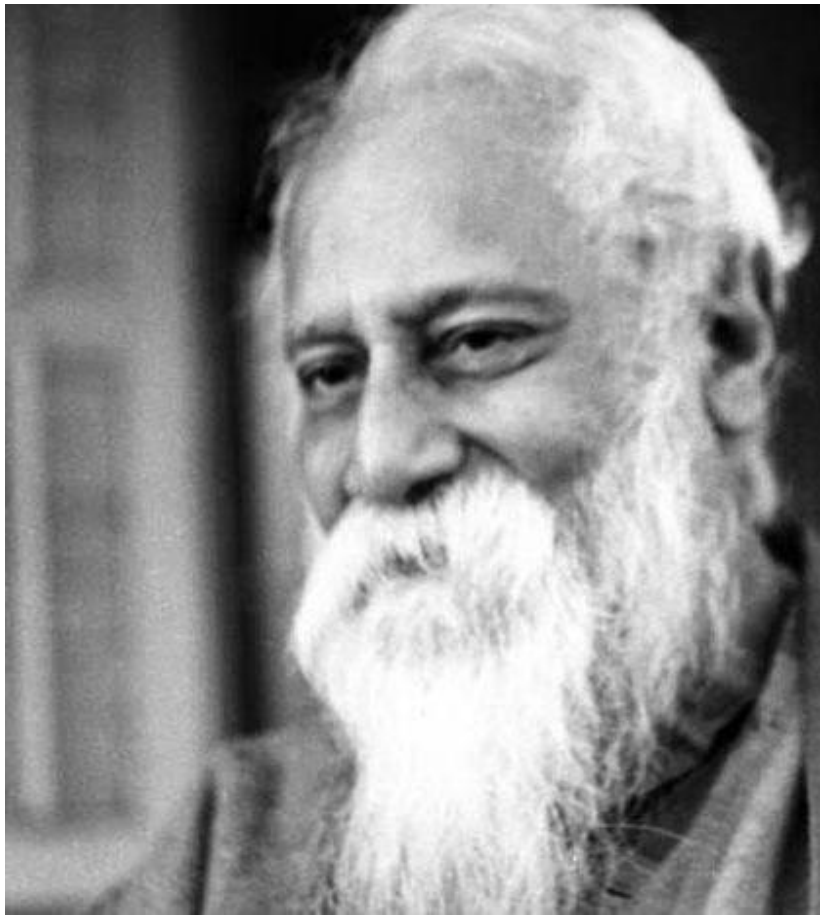

- জন্ম : ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ মে, ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।

- মৃত্যু : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট, ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা-মা: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদা দেবী।

তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সব্যসাচী লেখক।

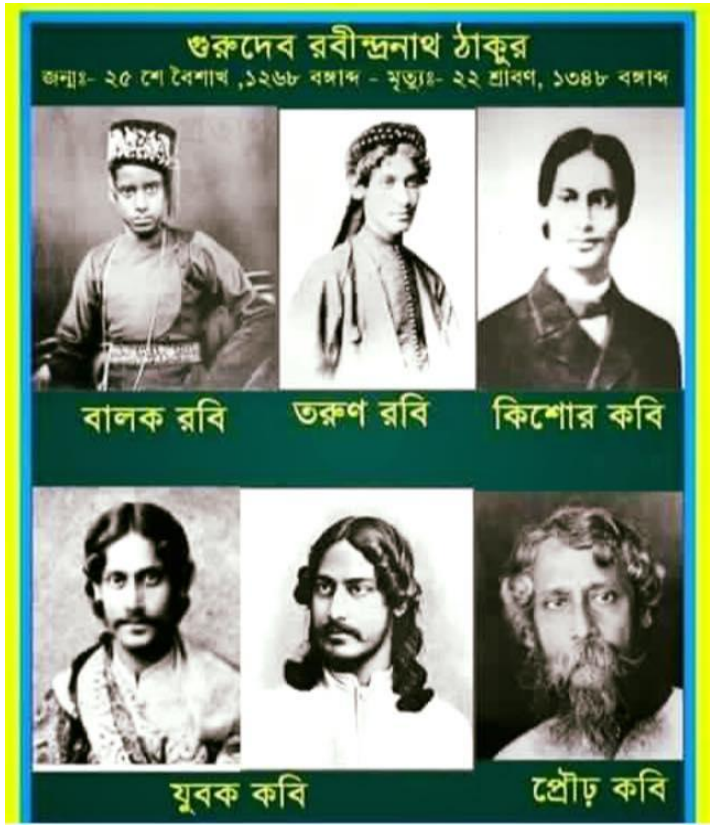

P2A

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ

তাঁরা খুলনার দক্ষিণডিহি থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ পিরালি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ঠাকুর পরিবারের প্রকৃত পদবি : কুশারী ।

তাঁরা ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী ছিলেন।

P2A

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি

গুরুদেব উপাধি দেন

- মহাত্মা গান্ধী

কবিগুরু উপাধি দেন

- ক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্বকবি উপাধি দেন-

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ছদ্মনাম

ভানুসিংহ ঠাকুর

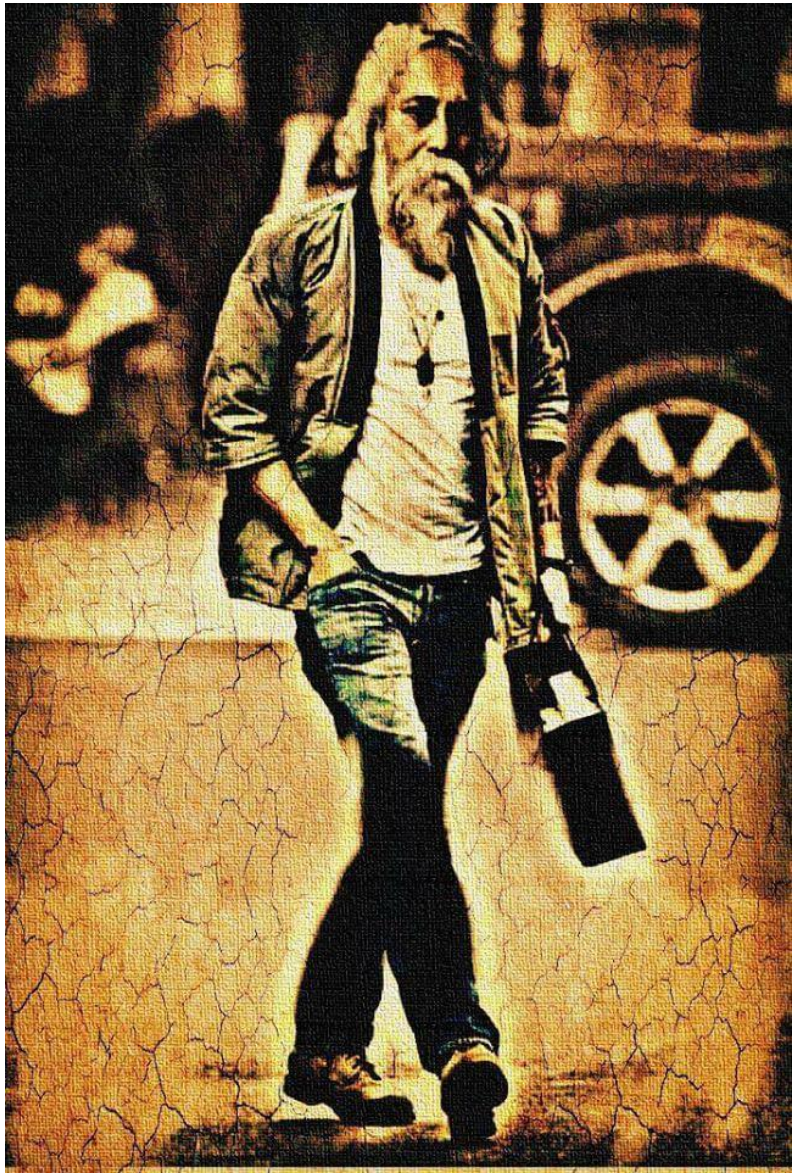

জাতীয় সংগীত

জাতীয় সংগীত- 'আমার সোনার বাংলা' 'গীতবিতান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

কবিতায় মোট লাইন ২৫টি। সুরকার : রবীন্দ্রনাথ।

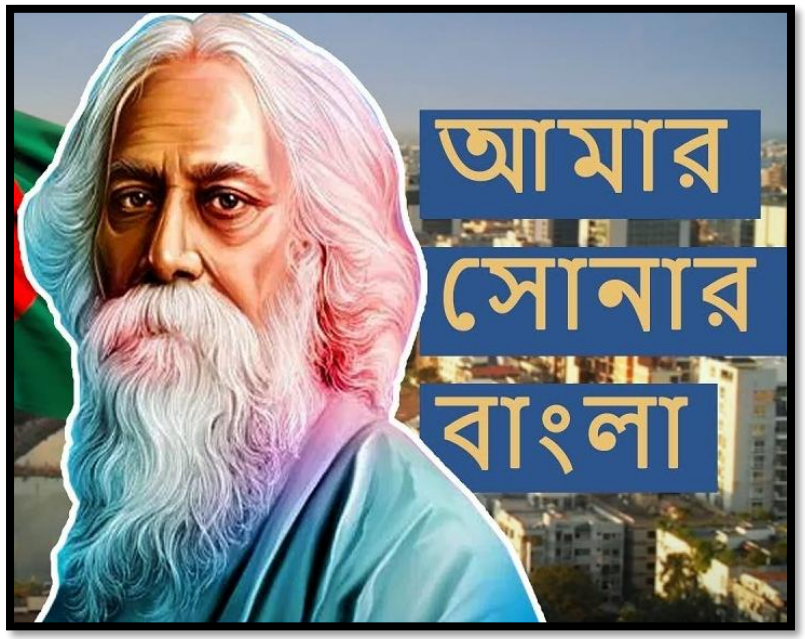

১৯০৫ সালে সঞ্জীবনী ও বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর সুর নেয়া হয় বাউল কবি গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তাঁরে' গান থেকে।

৩ মার্চ ১৯৭১ সালে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে ।

মহাকাব্য?????

আমি নাবব মহাকাব্য- সংরচনে ছিল মনে--

ঠেকল যখন তোমার কাঁকন- কিংকিণীতে,

কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।

মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়

পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।

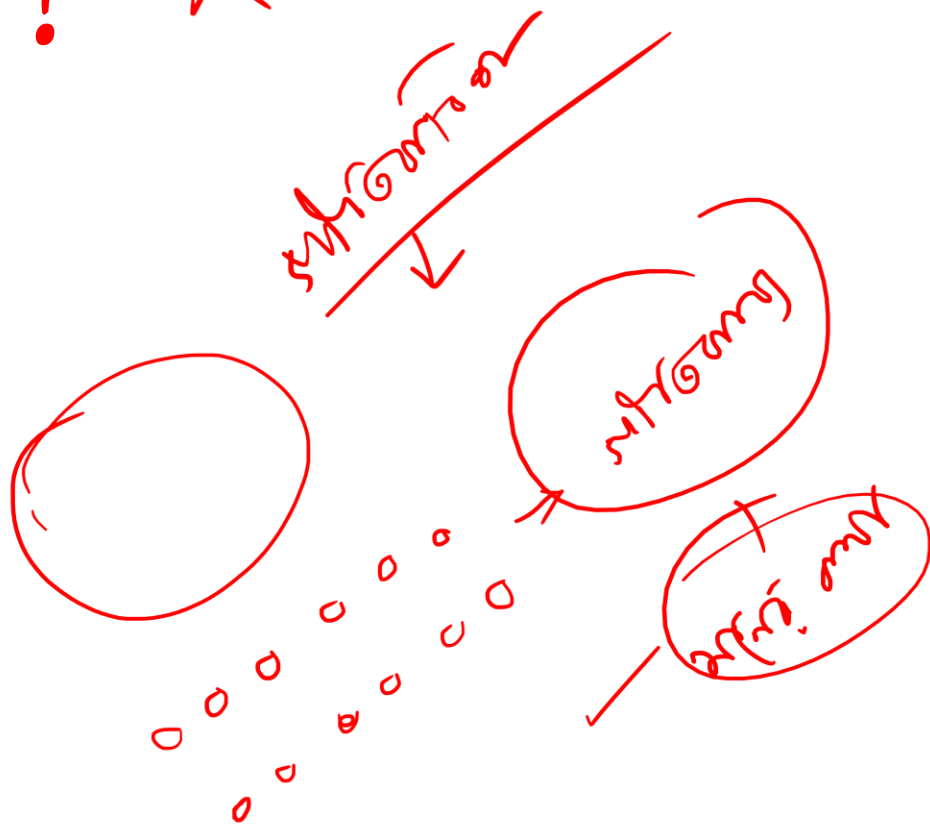

কাব্য

- বনফুল
- কড়ি ও কোমল
- প্রভাত সঙ্গীত
- মানসী
- সোনার তরী
- চৈতালী
- ক্ষণিকা
- গীতাঞ্জলি
- বলাকা
- গীতাঞ্জলি
- খেয়া
- চিত্রা
- নৈবেদ্য
- পুনশ্চ
- কল্পনা
- ~~খেয়া~~
- পলাতকা
- শেষলেখা

“বনফুল কড়ি কোমল প্রভাতে মানসী সোনার তরী,
চৈতালী ক্ষণিকা গীতাঞ্জলি বলাকা ছিন্নপত্র খেয়া চিত্রা ধরি।
নৈবেদ্য পুনশ্চ কল্পনা খেয়া পলাতকা শেষলেখা —
রবির কাব্যে জীবন মেশা!”

কাব্য সম্পর্কিত প্রথম

- প্রথম প্রকাশিত কবিতা
- হিন্দু মেলার উপহার
- প্রথম লেখা সম্পূর্ণ কাব্য
- বনফুল। (২য় প্রকাশিত)
- প্রথম প্রকাশিত কাব্য
- কবিকাহিনী (১৮৭৮)
- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-
- ব্রজবুলী ভাষা
- মানসীকে বলা হয়-
- রবীন্দ্রকাব্যের অনুবিশ্ব

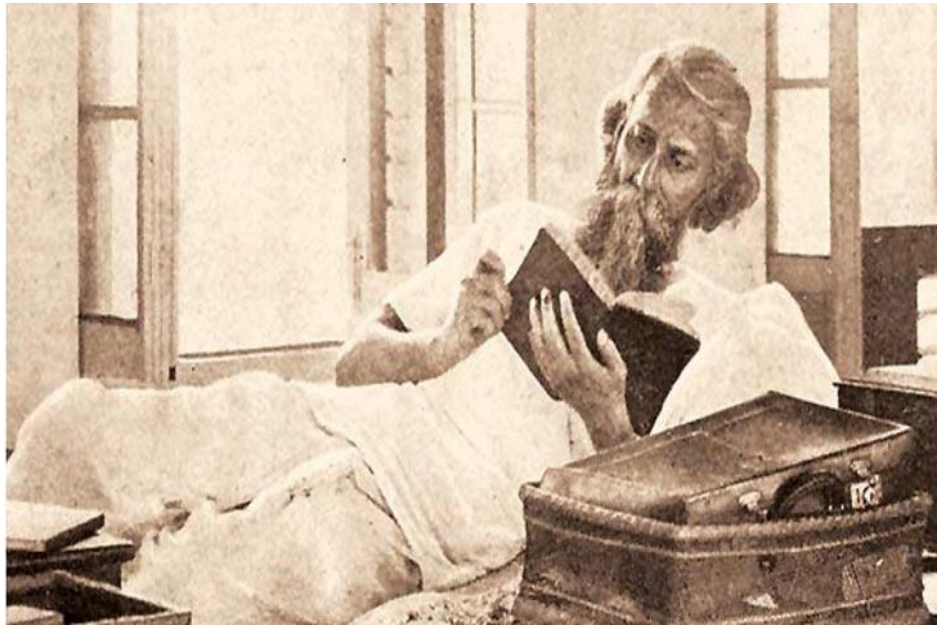

মানসী 'রবীন্দ্র কাব্যের অনুবিশ্ব'

- বিশ্বমানের কবিতার ব্যপক উপস্থিতির জন্যই মূলত মানসী কাব্যগ্রন্থকে 'রবীন্দ্র কাব্যের অনুবিশ্ব' বলা হয়।

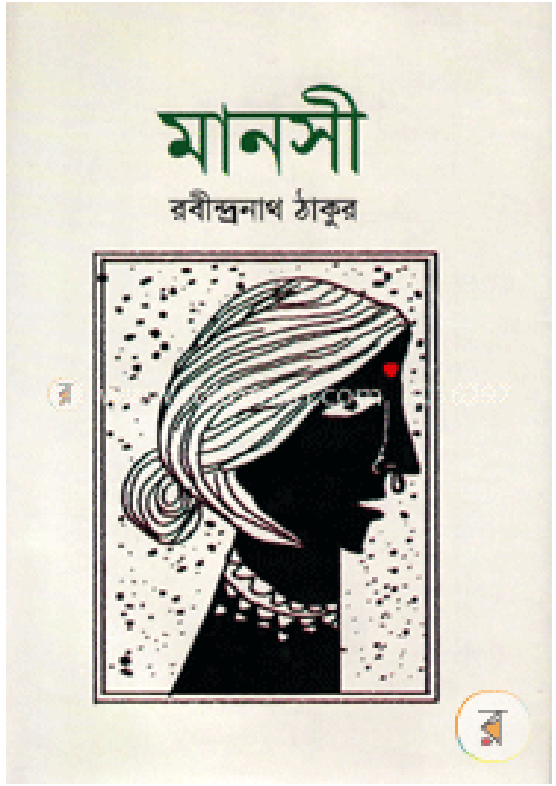

গীতাঞ্জলি

- ‘গীতাঞ্জলি’ প্রকাশিত হয় (১৯১০) খ্রিষ্টাব্দে ।
- Song offerings (নভেম্বর, ১৯১২ বিলেত থেকে)।
- **অনুবাদক:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভূমিকা লিখেন (W. B. Yeats)
- এ কাব্যের জন্য (১৯১৩) সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ।

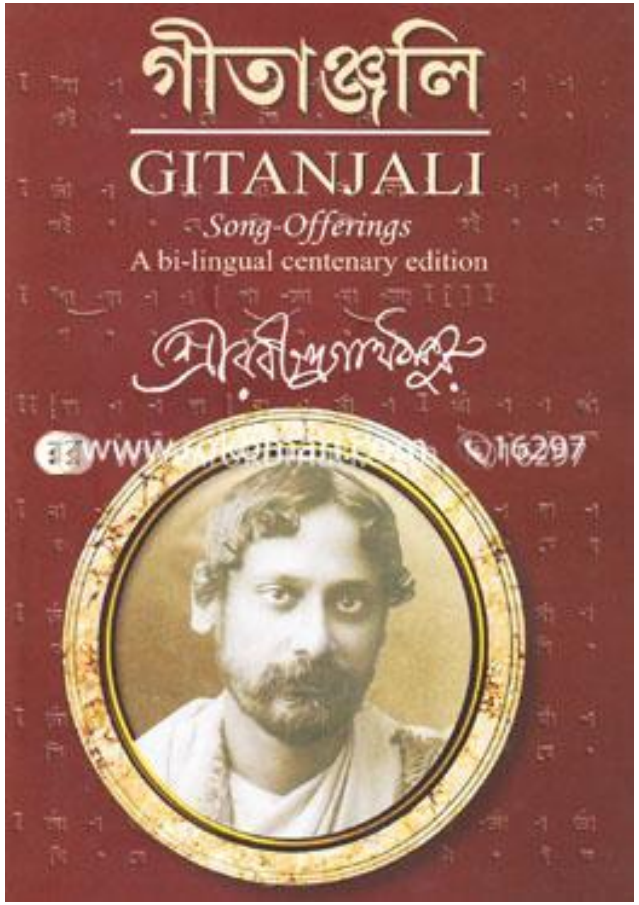

গীতাঞ্জলি	৫৩
গীতিমাল্য	১৬
নৈবেদ্য	১৫
খেয়া	১১
শিশু	০৩
কল্পনা	০১
চৈতালি	০১
উৎসর্গ	০১
স্মরণ	০১
অচলায়তন	০১
মোট	১০৩

গীতাঞ্জলি

- আমরা অনেকেই মনে করি যে গীতাঞ্জলির জন্য কবি নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু কবি মূলত Song Offerings এর জন্য নোবেল পান। Song offerings এ ১০৩ টি কবিতা ছিল যেগুলো নেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে-

বলাকা

- **বলাকা-** গতিবাদের কাব্য। এ কবিতায় কবি যৌবনের জয়গান করেছেন।
- সবুজের অভিযান, ছবি, শঙ্খ বিখ্যাত কবিতা।
- **পূরবী-** ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো- বিজয়া

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যে যারা দিনরাত্রি
অলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।

সোনার তরী

জীবন ও কীর্তির ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের কথা বলেছেন। বিখ্যাত কবিতা **সোনার তরী ও নিরুদ্দেশের যাত্রা** এ কাব্যগ্রন্থের অনুর্ভুক্ত।

খেয়া- বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে উৎসর্গ।

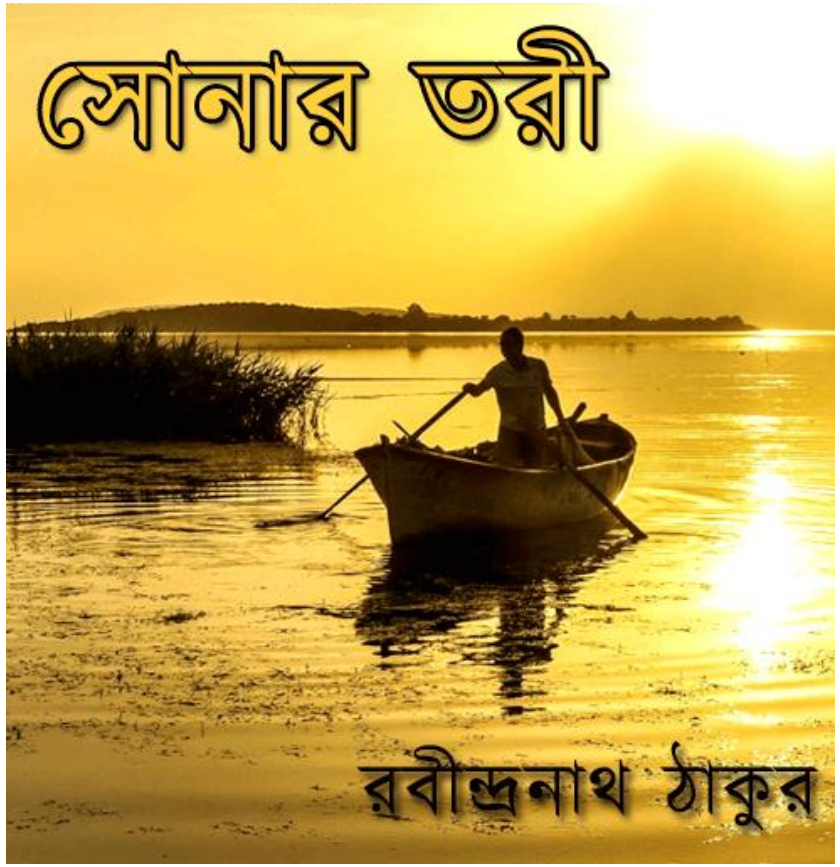

পলাতকা

এ কাব্যে গল্প-কবিতার আকারে তিনি নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলো তুলে ধরেন।

বড় কন্যা **মাধুরীলতার** মৃত্যুর পর তিনি এ কবিতা লিখেন।

স্মরণ

- স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণ কাব্যটি রচনা করেন।

শেষলেখা

শেষ গ্রন্থ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

শেষ কবিতা **‘তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি’** মৃত্যুর ৮দিন পূর্বে মৌখিকভাবে রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

উপন্যাস

রাজর্ষি

প্রজাপতির নির্বন্ধ

বউ-ঠাকুরাণীর হাট

নৌকাডুবি

ঘরেবাইরে

চতুরঙ্গ

শেষের কবিতা

দুইবোন

চার অধ্যায়

চোখের বালি

গোরা

যোগাযোগ

মালঞ্চ

করুণা (অসমাপ্ত উপন্যাস)

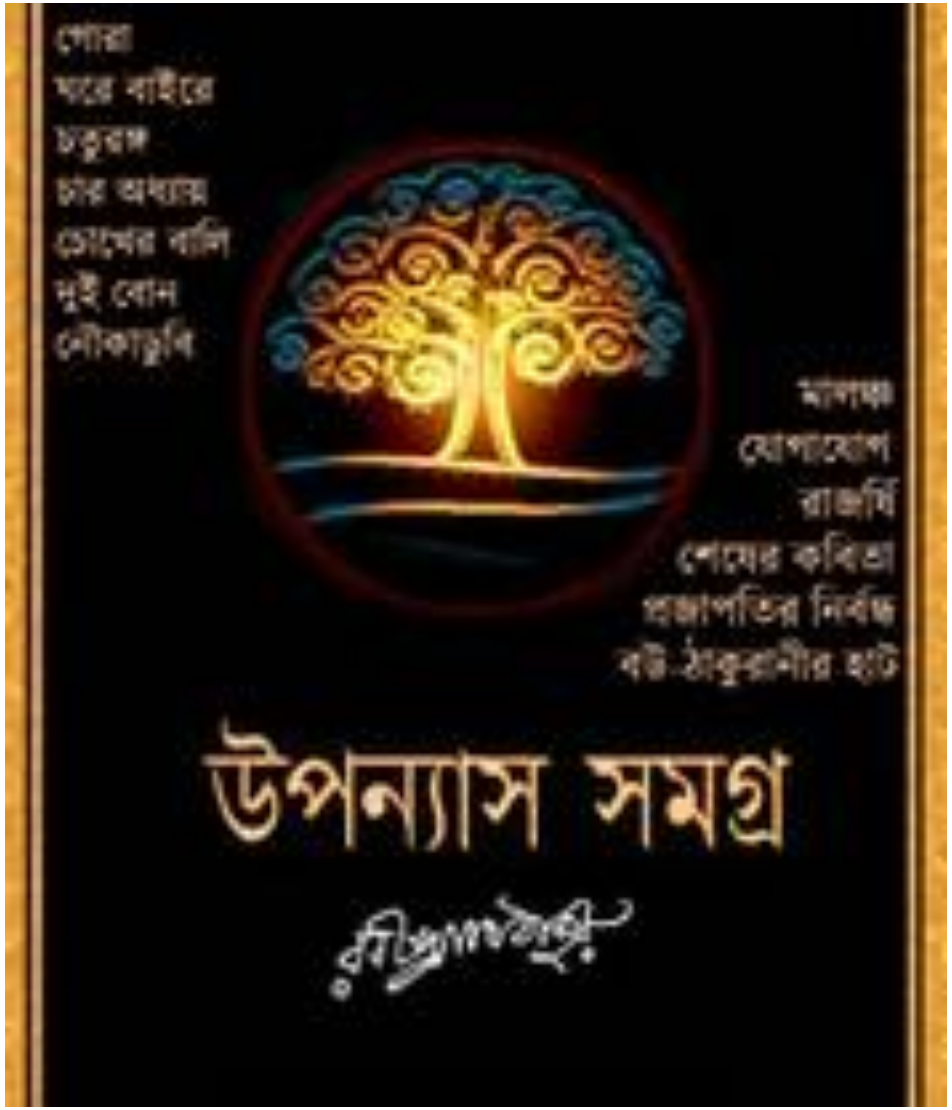

‘গোড়া শেষের কবিতার চার অধ্যায়

লিখতে গিয়ে চতুরঙ্গের চোখের বালিতে পরিণত হল।

দুইবোন মালঞ্চ ও রাজর্ষিকে ঘরের বাইরে

যোগাযোগ করে পেলনা বলে

বৌ ঠাকুররানীর হাটে খুঁজতে গিয়ে নৌকাডুবি হল’

করুণা

প্রথম লেখা উপন্যাস

এটির পরিশেষ হয়নি বলে এটি উপন্যাসের সম্পূর্ণ মর্যাদা পায় নি (অসমাপ্ত উপন্যাস)।

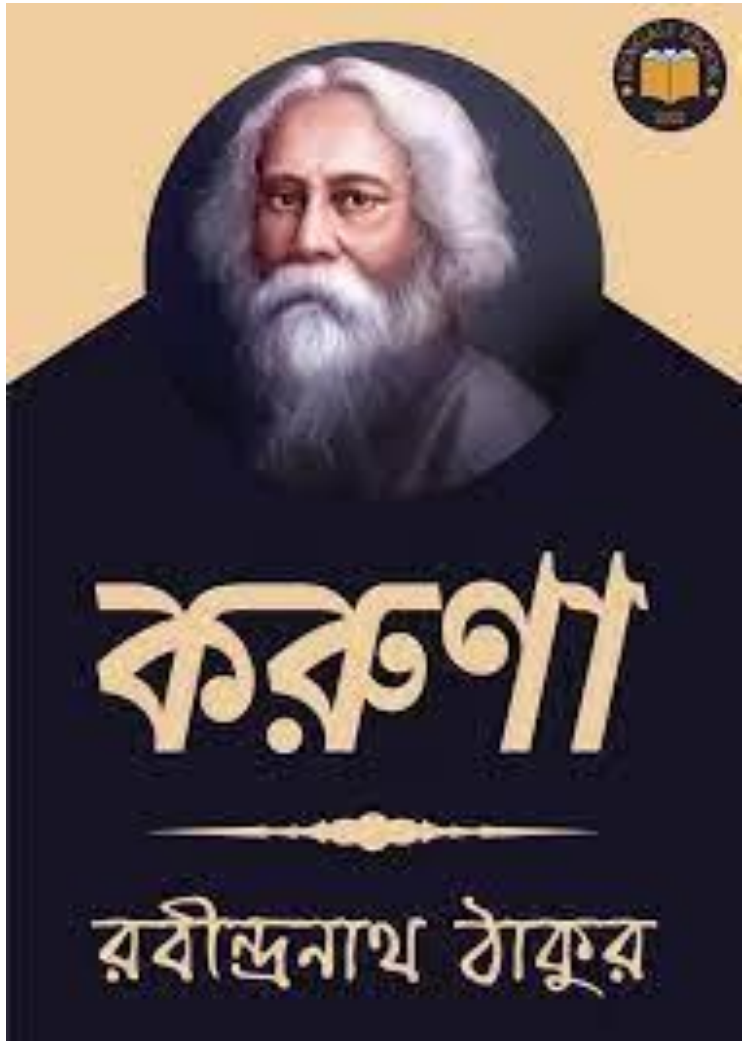

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস(১৮৮৩)

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও বাকলার জমিদার রামচন্দ্রের বিবাদকে উপজীব্য করে রচনা করেন।

প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিকতার ছোঁয়া থাকলেও এসবের সঙ্গে ইতিহাসের সরাসরি কোন সম্পর্ক নাই।

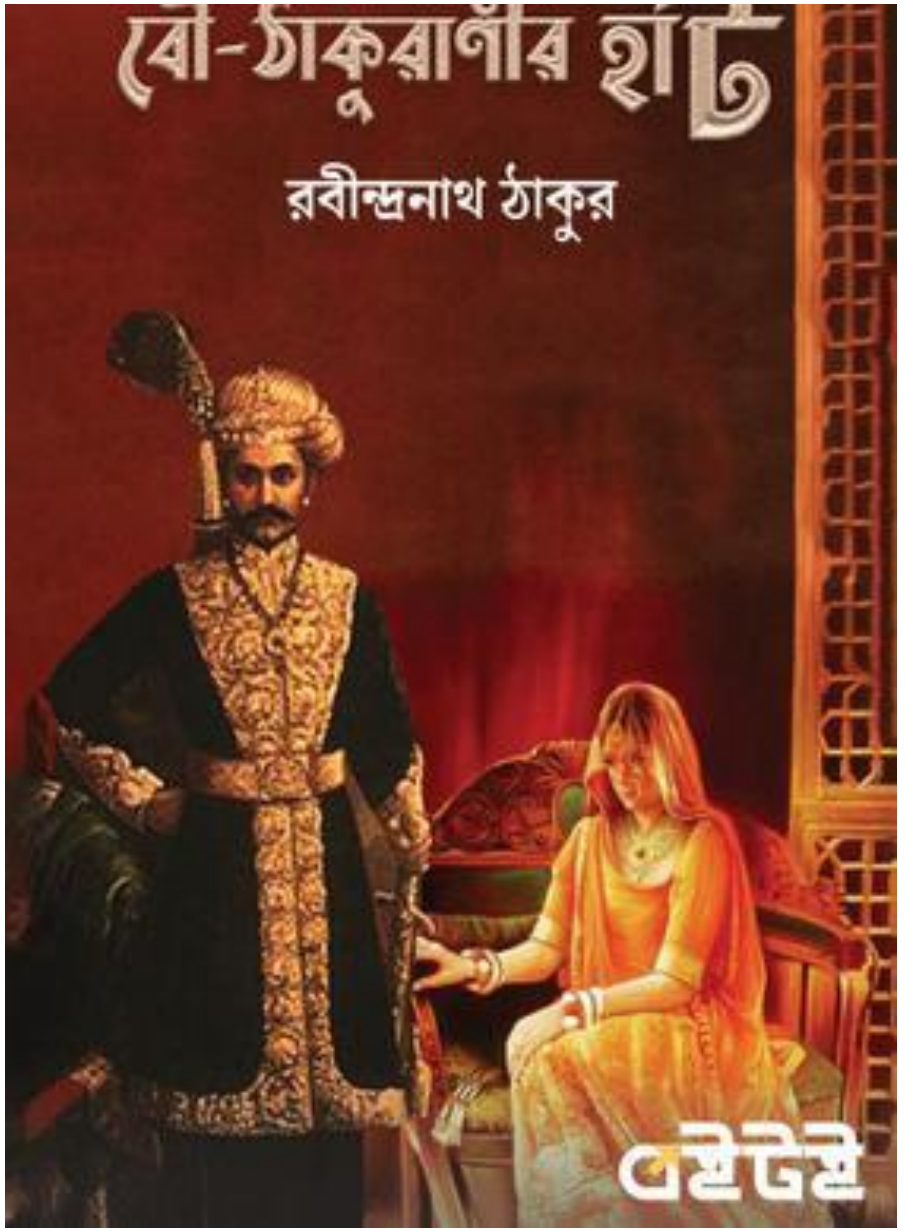

রাজর্ষি

'রাজর্ষি' (১৮৮৭): ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস নিয়ে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এ উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটক রচিত হয়।

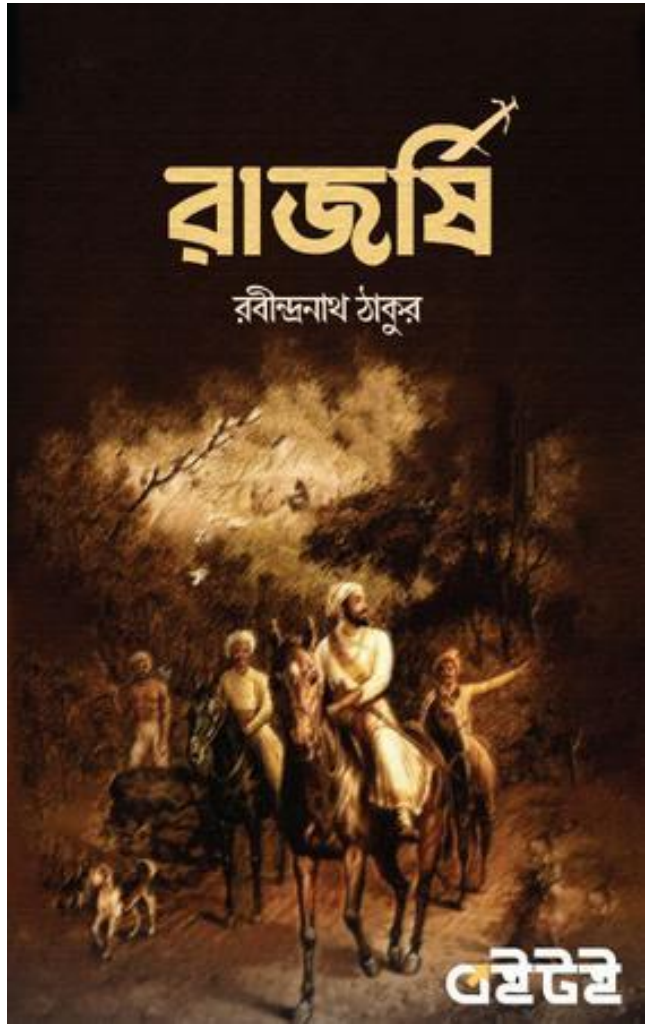

নৌকাডুবি

সামাজিক উপন্যাস।

জটিল পারিবারিক সমস্যা।

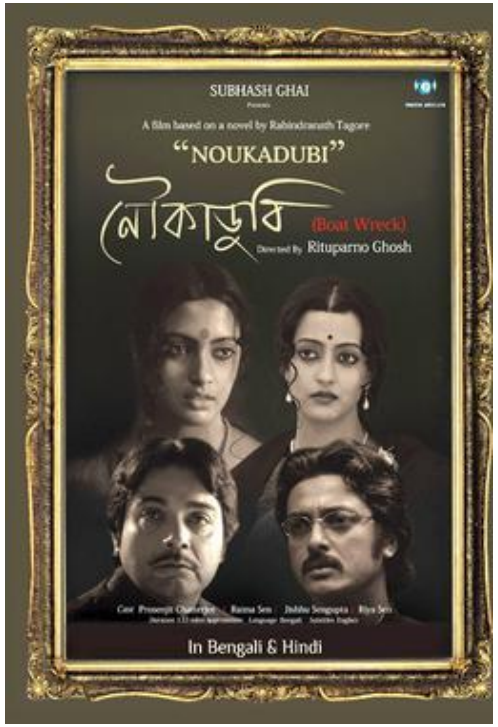

চতুরঙ্গ

- ‘চতুরঙ্গ’ হলো সাধু ভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

- এই উপন্যাসটি সাধুভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস।

- চতুরঙ্গ উপন্যাসের মোট চারটি অঙ্গে লিখিত, যথা- জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী এবং শ্রীবিলাস।

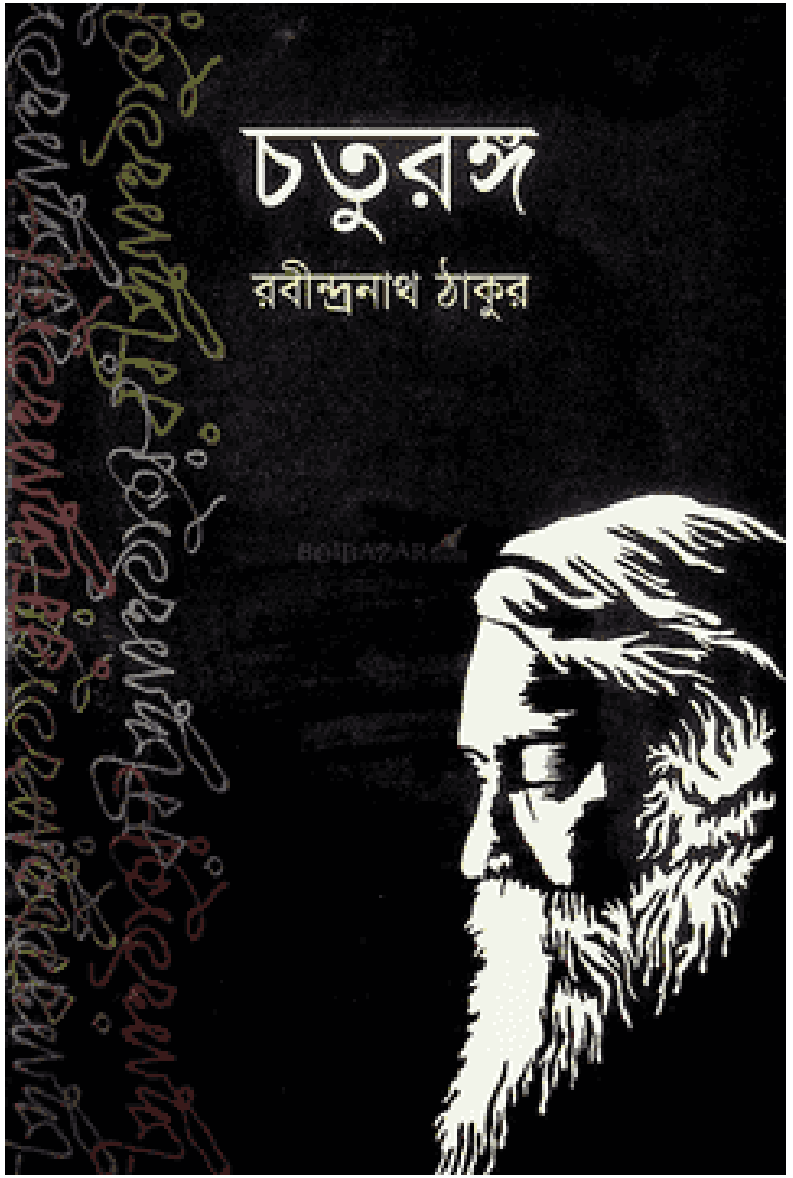

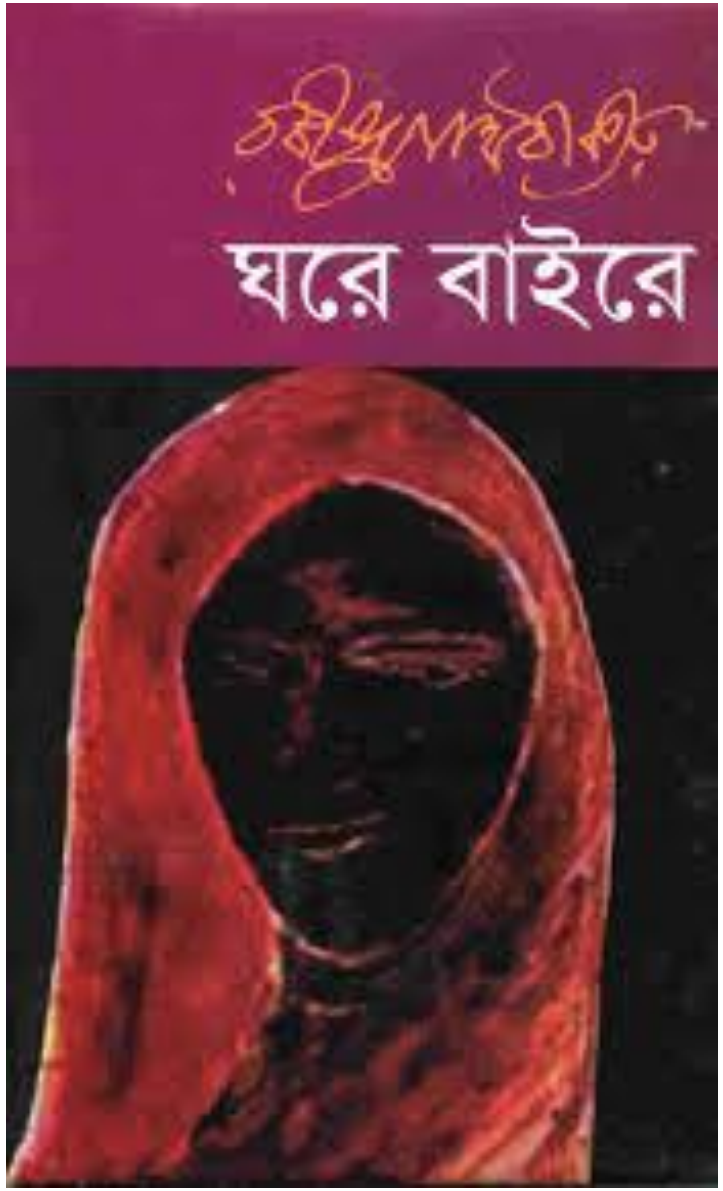

ঘরে বাইরে: উপন্যাসটি স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত।

এটি কবির **চলিত ভাষার রচিত প্রথম উপন্যাস যা সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।**

চলিত ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস।

চরিত্র: নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ

উপন্যাস

চোখের বালি

বাংলা সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

সমসময়িক বিধবাদের জীবনের নানা সমস্যা।

চরিত্র: আশালতা, মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী।

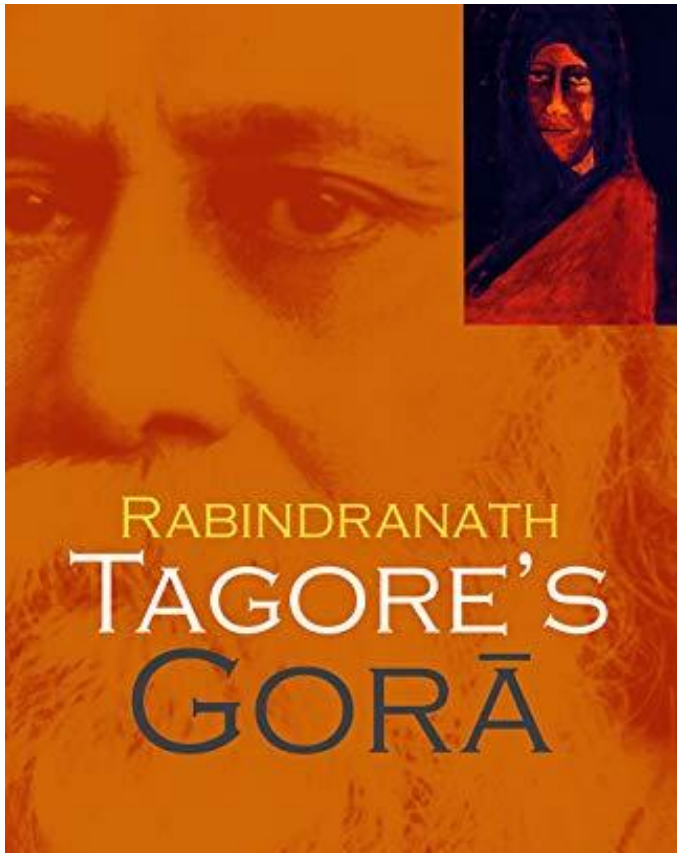

গোরা: (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) সর্ববৃহৎ উপন্যাস

উপন্যাসের নায়ক গোরা সিপাহী বিপ্লবের সময় নিহত আইরিশ দম্পতির সন্তান। পরে সে লালিতপালিত হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীর কাছে।

গোরা আস্তে আস্তে হিন্দু ধর্মের অন্ধ সমর্থক হয়ে উঠে। সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এক নারীর ভালোবাসা কিভাবে তাকে অন্ধতা ও সংকীর্ণতা থেকে নির্দিষ্ট ধর্মকে অতিক্রম করে মানবতাবাদী আদর্শিক মহাভারতবর্ষের দিকে পৌঁছে, তারই কাহিনী 'গোরা' উপন্যাস।

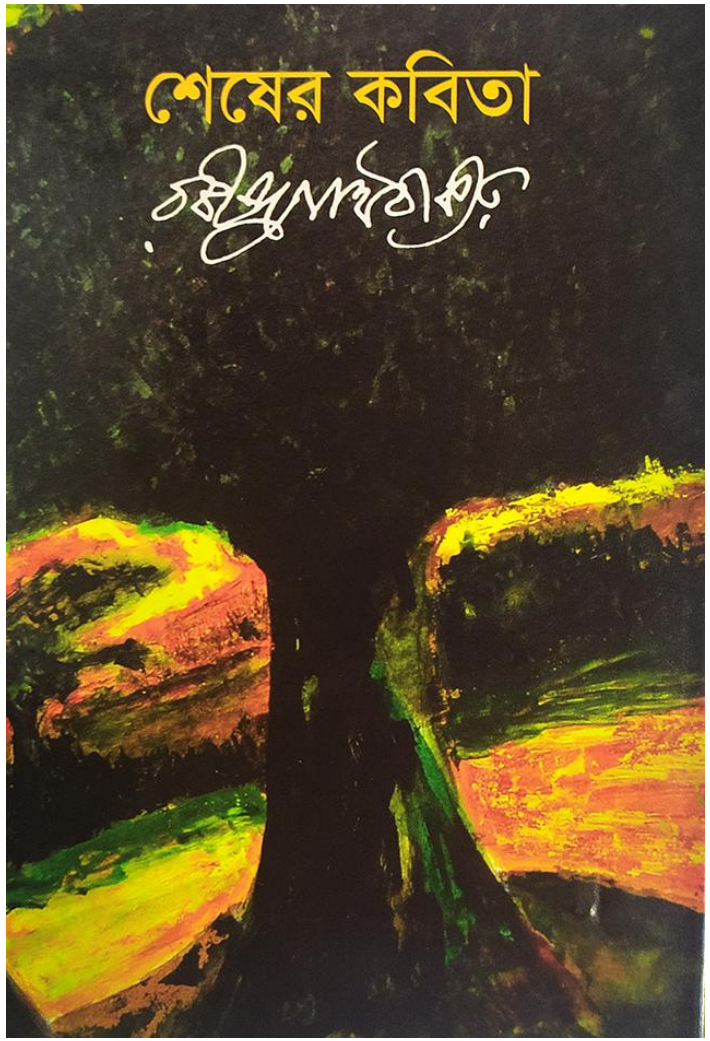

শেষের কবিতা

অমিত রায় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছি। সেখানে কেতকীর সাথে অমিতের প্রেম হয় এবং অমিতের দেয়া আংটিও পরে। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে অমিত শিলংয়ে বেড়াতে গেলে উপন্যাসের মূল নায়িকা **লাবণ্যের** সাথে পরিচয় থেকে প্রেম হয়। কিন্তু লাবণ্য বুঝতে পারে অমিত রোমান্টিক জগতের স্বপ্নাতুর ব্যক্তি। তবুও তাদের বিয়ে ঠিক হলে উপস্থিত হয় কেতকী। ভেঙ্গে যায় বিয়ে। কেতকীর সাথে অমিতের বিয়ে উপন্যাসকে ভিন্নতর রূপ করেছে। লাবণ্য বিয়ে করে শোভনলালকে। উপন্যাসের কিছু বাক্য আজ প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন- ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' কবিতার মাধ্যমে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ উপন্যাসে ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ আছে।

চরিত্র: অমিত রায়, লাবণ্য ও কেতকী।

চার অধ্যায়

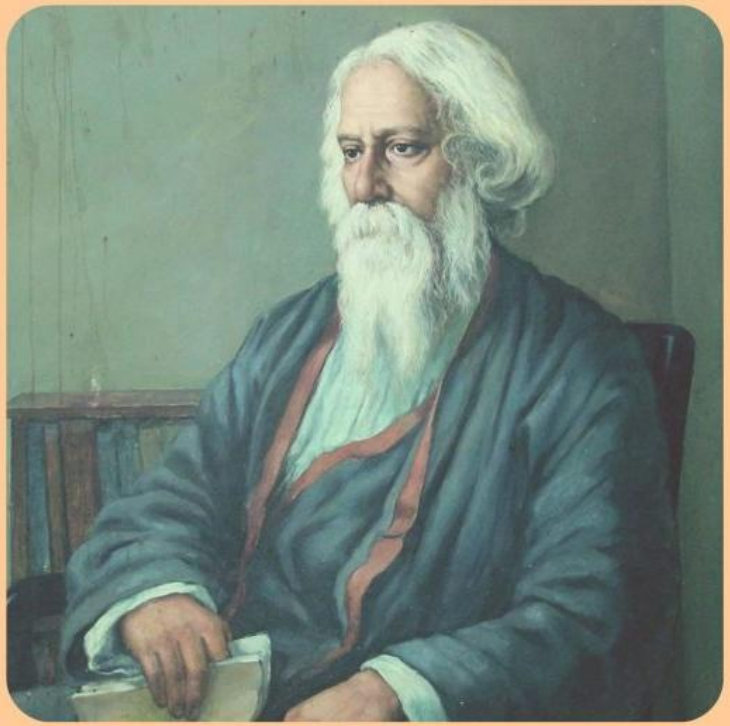

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার অধ্যায়

- অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তীতে বাংলায় সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করে এ উপন্যাসের কাহিনী রচিত।
- **চরিত্র: অতিন, এলা, ইন্দ্রনাথ।**

রবীন্দ্র উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

উপন্যাস	চরিত্র
গোরা	গোরা, সুচরিতা, ললিতা, বিনয়, পরেশবাবু
ঘরে বাইরে	বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ
চার অধ্যায়	অতীন, ইন্দ্রনাথ, এলা
যোগাযোগ	মধুসূদন, কুমুদিনী,বিপ্রদাস
শেষের কবিতা	অমিত, লাবণ্য, কেতকী, শোভনলাল
চোখের বালি	মহেন্দ্র, বিনোদিনী, আশালতা, বিহারী
নৌকাডুবি	রমেশ, হেমনলিনী, কমলা

উপন্যাস সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

রাজনৈতিক উপন্যাস: ১. গোরা, ২. ঘরে বাইরে ৩. চার অধ্যায়

মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস: গোরা (সর্ববৃহৎ উপন্যাস)

ঐতিহাসিক উপন্যাস: ১. বউ-ঠাকুরাণীর হাট ২. রাজর্ষি

সামাজিক উপন্যাস: যোগাযোগ, চোখের বালি, দুইবোন, নৌকাডুবি।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস: চোখের বালি

ছোটগল্পধর্মী উপন্যাস: চতুরঙ্গ

চার অধ্যায়: ব্রিটিশ সরকারের কারাগারের বন্দীদের উদ্দেশ্যে উপহার দেন।

শেষের কবিতা: কাব্যোপন্যাস

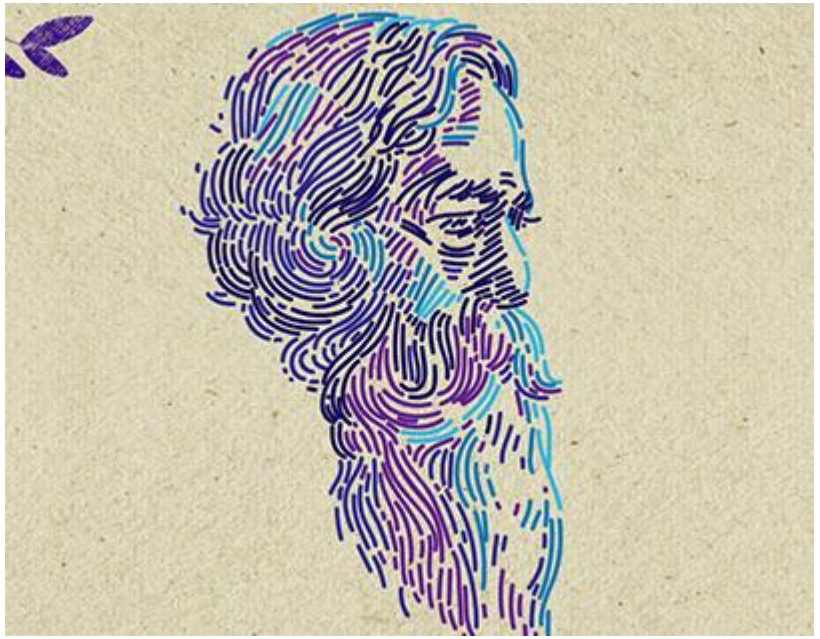

•রবীন্দ্রনাথের নাটক

- **রক্তকরবী**
- রাজা ও রাণী
- ডাকঘর
- বিসর্জন
- অচলায়তন
- বাল্মীকি প্রতিভা
- বৈকুণ্ঠের খাতা

নাটক

বাল্মীকি প্রতিভা- প্রথম প্রকাশিত নাটক।

শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য: বিসর্জন।

প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নাটক: রাজা ও রাণী

বিসর্জন (১৮৯০): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ নাটক। এটি একটি ট্র্যাজেডি রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে এটি রচিত হয় ।

রক্তকরবী: ১৯২৬ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাটক।

গীতিনাট্য(গীতিনির্ভর নাটক)

- বাল্মীকি প্রতিভা (প্রথম নাটক)
- বসন্ত
- মায়ার খেলা
- কাল মৃগয়া

কাব্যনাট্য

(সংলাপ কাব্যধর্মী)

- বিসর্জন
- বিদায় অভিশাপ
- মালিনী

কৌতুক নাটক

গোড়ায় গলদ

বৈকুণ্ঠের খাতা

চিরকুমার সভা

রবীন্দ্রনাথ এর প্রবন্ধ

কালান্তর, পঞ্চভূত

সাহিত্য

শিক্ষা

মানুষের ধর্ম

সভ্যতার সংকট

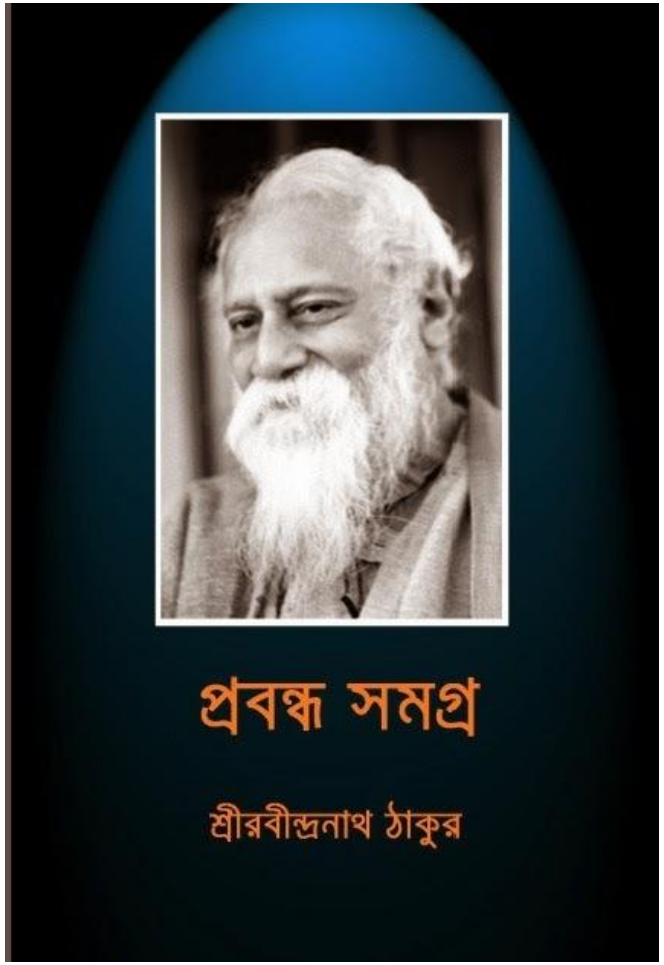

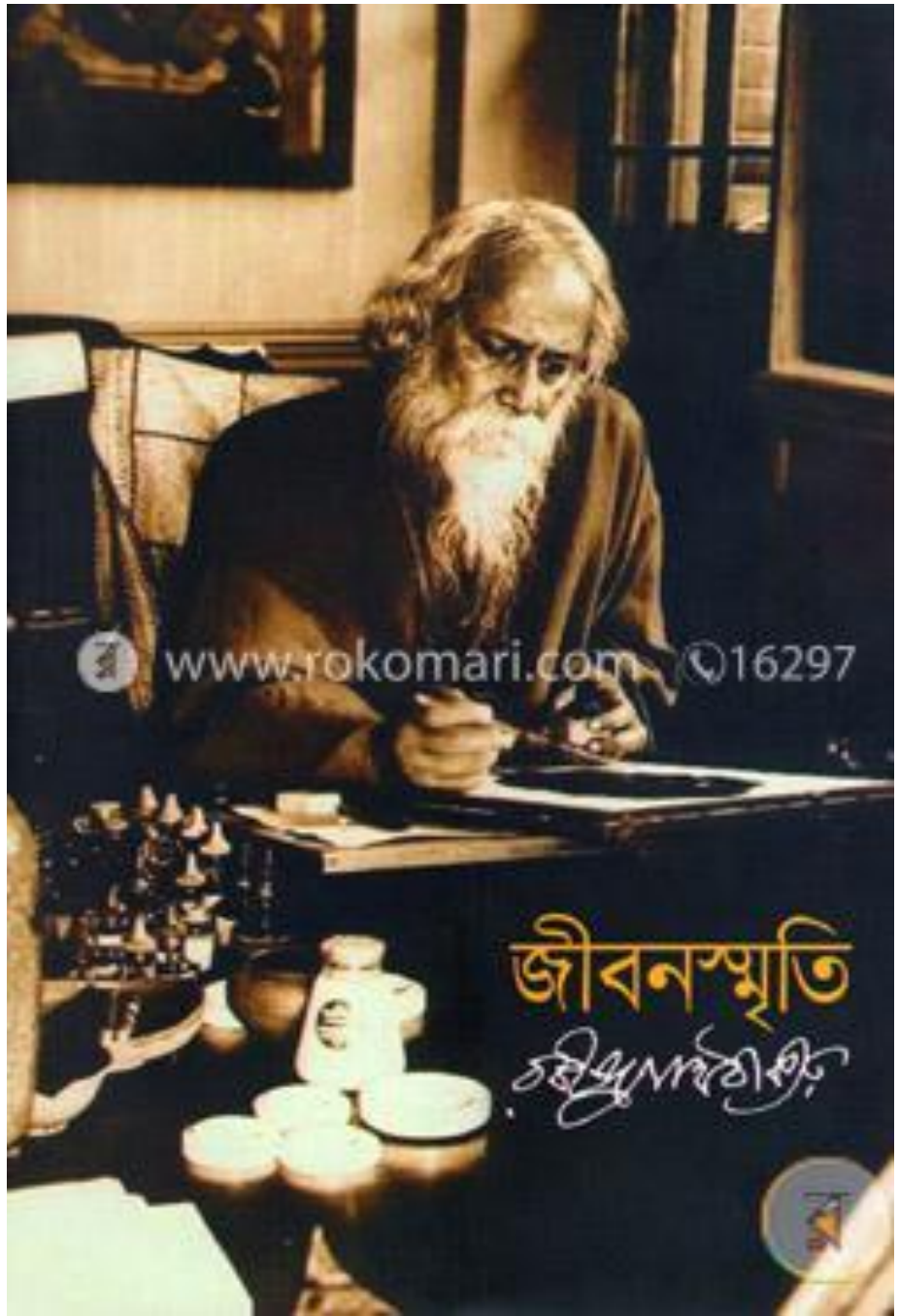

আত্মজীবনী

- জীবনস্মৃতি (বাল্যকাল-২৫ বছর)
- ছেলেবেলা
- আত্মপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সাহিত্য

রাশিয়ার চিঠিগুলো ছিল একরকম **ছিন্নপত্র**।

- রাশিয়ার চিঠি
- ছিন্নপত্র (১৫৩, ৮টা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বাকিগুলো ইন্দিরা দেবিকে লিখেছেন)
- ভানুসিংহের পত্রাবলী: রানু অধিকারীকে লেখেন

ছোটগল্প

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি, প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু -চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ননার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে , সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইলো না শেষ।
-[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

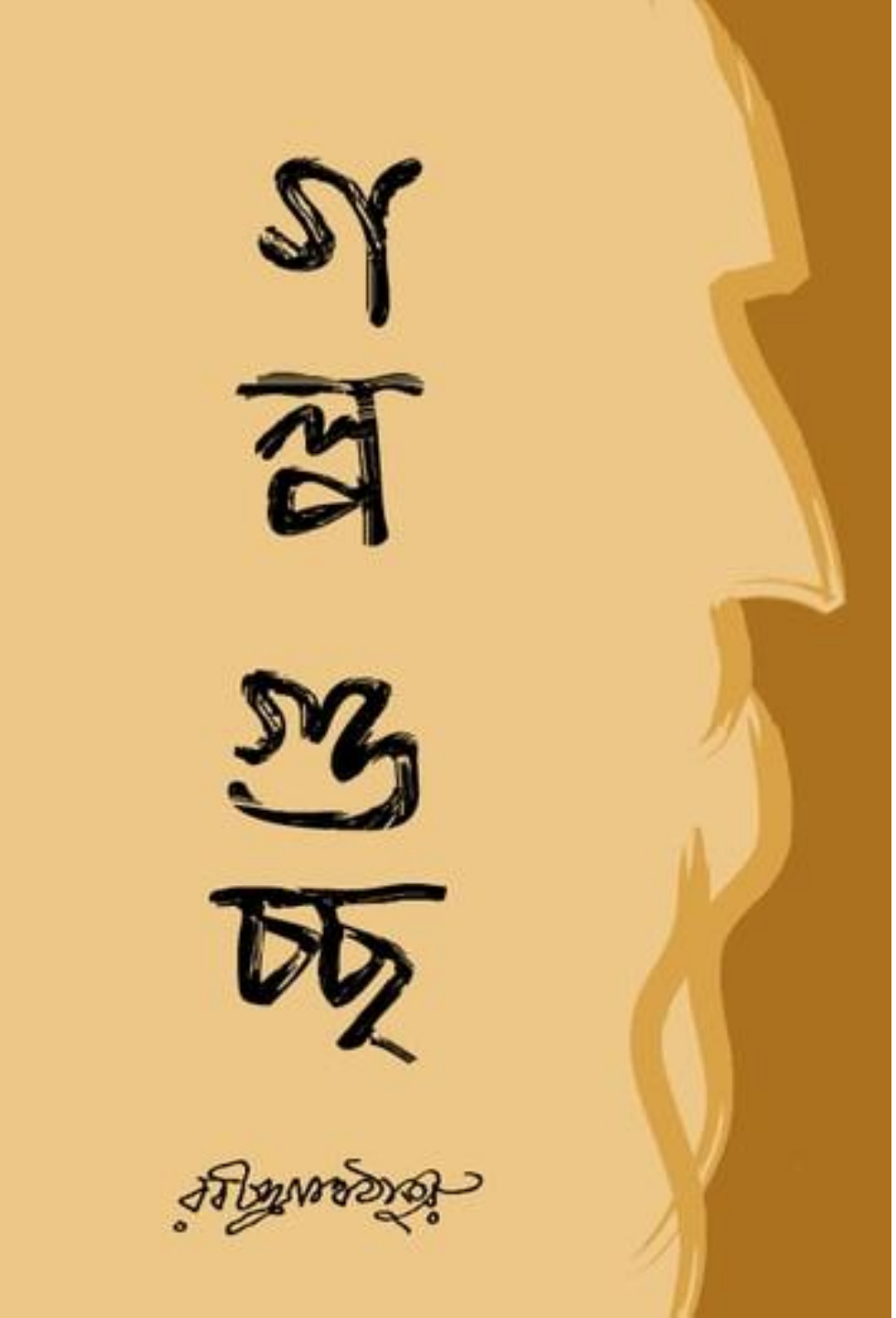

ছোটগল্প

ছোটগল্পের জনক

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প-

ভিখারিণী। (১৮৭৪ সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত)

সার্থক ছোটগল্প-

দেনা-পাওনা

চলিত ভাষায় রচিত প্রথম ছোটগল্প:

পয়লা নম্বর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোট গল্প)

- বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প **‘ভিখারিনী’** এবং সর্বশেষ ছোটগল্প **‘ল্যাবরেটরি’** ।

- **প্রেমের গল্প –** একরাত্রি, সমাপ্তি, শেষ রাত্রি, মাল্যদান, নষ্টনীড়, প্রায়শ্চিত্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোট গল্প)

- **সামাজিক গল্প**– হৈমন্তী, ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, দেনা-পাওনা, ব্যবধান, কাবুলিওয়ালা, পোস্টমাস্টার।

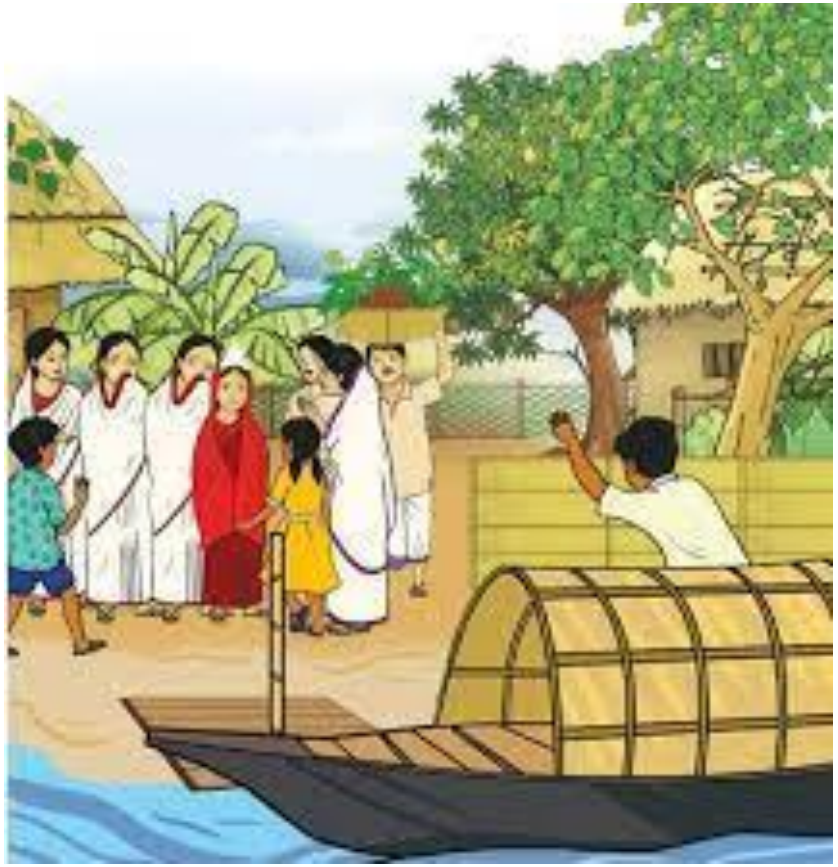

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোট গল্প)

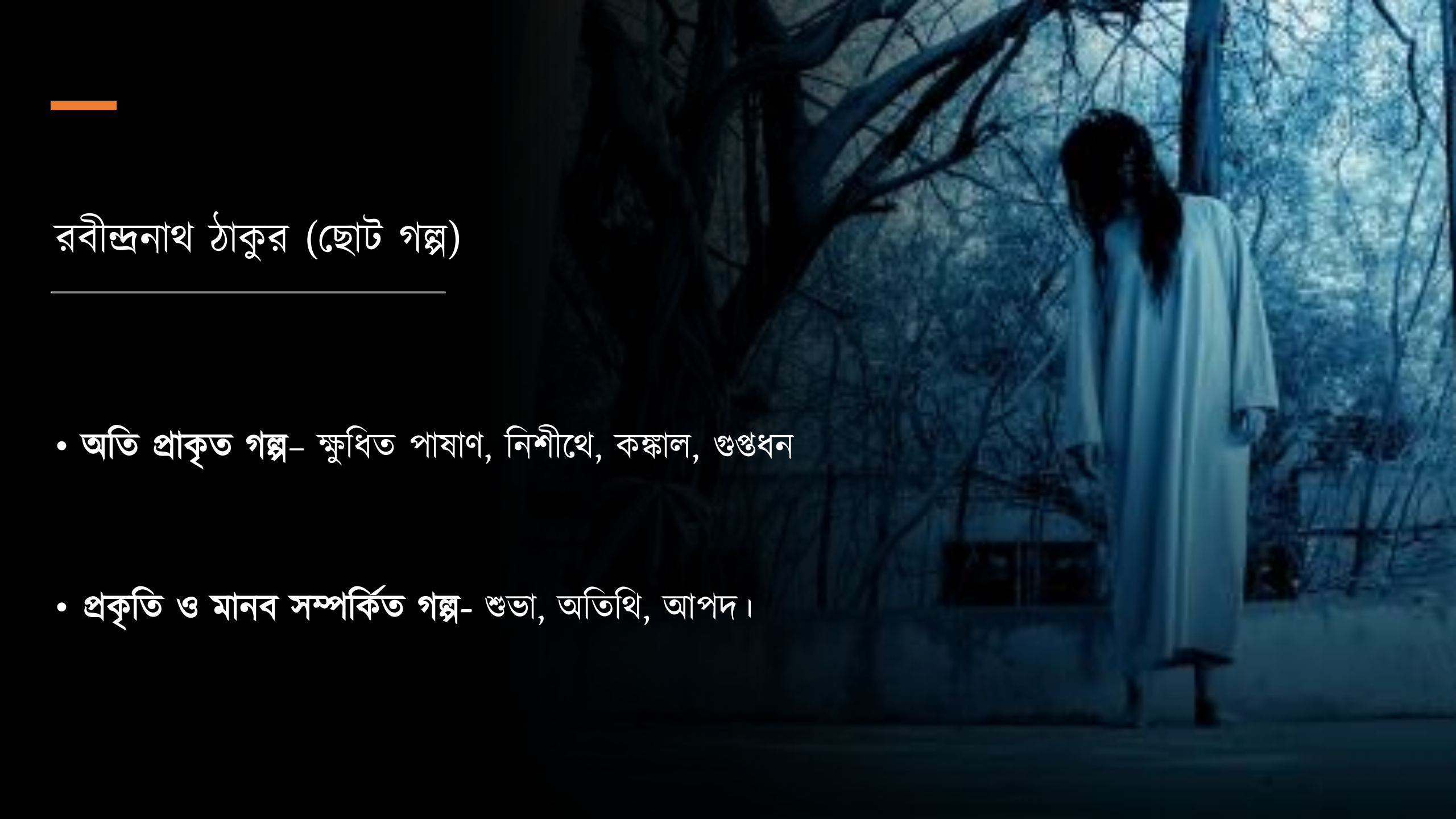

- **অতি প্রাকৃত গল্প**– ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, কঙ্কাল, গুপ্তধন

- **প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কিত গল্প**- শুভা, অতিথি, আপদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত পত্রিকা

- ভারতী
- বঙ্গদর্শন
- সাধনা
- তত্ত্ববোধিনী
- ভান্ডার

ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র

ছোটগল্প	চরিত্র
নষ্টনীড়	চারুলতা, অমল, চারুলতার স্বামী-ভূপতি
সমাপ্তি	মৃন্ময়ী
দেনাপাওনা	নিরুপমা, রামসুন্দর
পোস্টমাস্টার	রতন, পোস্টমাস্টার
কাবুলিওয়ালা	মিনি, রহমত, খুকী
মেঘ ও রৌদ্র	গিরিবালা, শশিভূষণ
অতিথি	তারাপদ
আপদ	নীলকান্ত
স্ত্রীরপত্র	মৃণাল
শাস্তি	দুখিরাম, রাধা, চন্দরা, ছিদাম
জীবিত ও মৃত	কাদম্বিনী
একরাত্রি	সুরবালা, রামলোচন, স্কুল মাস্টার

রবীন্দ্রনাথ থেকে বিভিন্ন বিসিএস এ আসা প্রশ্ন

- স্বর্ণকুমারী দেবীর পিতার নাম? **-৪৬ বিসিএস**
- রঞ্জন চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের? **-৪৬ বিসিএস**
- শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন উপন্যাসের চরিত্র? **-৪৫ বিসিএস**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বয়সে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন? **-৪৫ বিসিএস**
- 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে তপোবন-প্রেমিক বলেছেন? **-৪৫ বিসিএস**
- 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? **-৪৪ বিসিএস**
- অভীক রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক? **-৪৪ বিসিএস**
- 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।' -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার অংশ? **-৪৩তম বিসিএস**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নষ্টনীড় গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র? **-৪১তম বিসিএস**
- বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি? **-৪১তম বিসিএস**
- "কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বলার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো" – বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত ? **-৪০তম বিসিএস**
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে? **-৩৯তম বিসিএস**

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা রচনা শুরু করেন –
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার নাম –
- প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—
- রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ প্রকাশিত হয় –
- ‘গীতাঞ্জলি’-র ইংরেজি অনুবাদদের নাম—
- song Offerings প্রকাশ পায় -
- ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান
- গতিবাদ নিয়ে রচিত তার কাব্যগ্রন্থ
- রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার প্রথম কাব্যগ্রন্থ—
- রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের নাম—
- রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলনের নাম
- পোস্টমাস্টার কী ধরণের রচনা?
- ডাকঘর কী ধরণের রচনা?
- সভ্যতার সংকট কী ধরণের রচনা?
- সাধুভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস কোনটি
- চলিত ভাষার রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯ মে ১৯০৮, সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহর, বিহার, ভারত।

পৈত্রিক নিবাস : মালপদিয়া গ্রাম, মুন্সীগঞ্জ।

প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

- পিতৃদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ডাকনাম : মানিক।
- লেখালেখি তাঁর পেশা ছিল, তাই তাঁকে 'কলম পেষা মজুর' বলা হয়।

P2A

গল্পগ্রন্থ

- অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প
- প্রাগৈতিহাসিক ✓
- মিহি ও মোটা কাহিনী
- সরীসৃপ, ছোট বকুলপুরের যাত্রী

বিখ্যাত উপন্যাস

পুতুলনাচের ইতিকথা

দিবারাত্রির কাব্য

পদ্মা নদীর মাঝি

‘পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)

- জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র এর উপজীব্য।

- চরিত্র: কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৪-১৯৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

- ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, ঘোষপাড়া, মুরারিপুর গ্রাম (মাতুলালয়), কাঁচরাপাড়া ।
- পৈত্রিক নিবাস : ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ

মেঘমল্লার,

মৌরীফুল,

যাত্রাবদল,

কিন্নর দল,

পুঁইমাচা

উপন্যাস

আদর্শ হিন্দু হোটেল- কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজারী ঠাকুর

আরণ্যক - অরণ্যাচারী মানুষের জীবন

অশনি সংকেত – পঞ্চাশের মন্বন্তর

বিপিনের সংসার -

দুই বাড়ি

পথের পাঁচালী-অপু, দুর্গা

অপরাজিত -অপু

ইছামতী

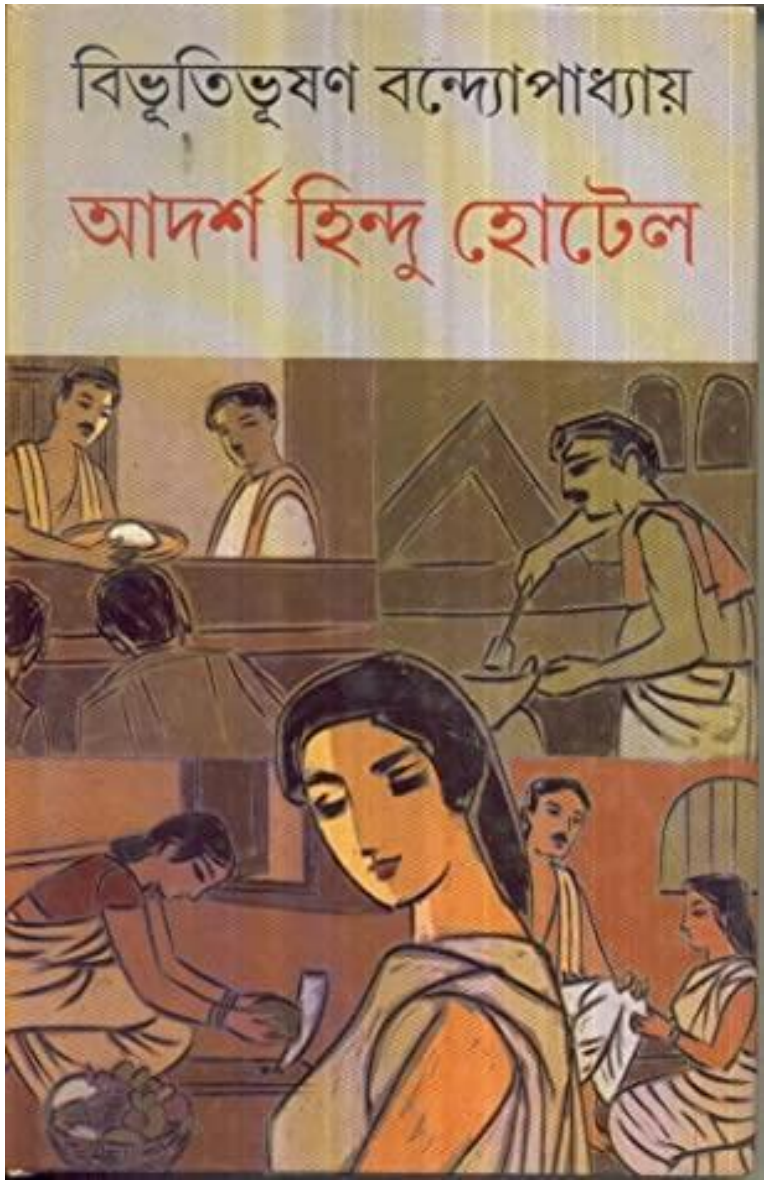

পথের পাঁচালী

পথের পাঁচালী হলো প্রখ্যাত সাহিত্যিক **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়** রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস। বাংলার গ্রামে দুই ভাইবোন অপু আর দুর্গার বেড়ে ওঠা নিয়েই বিখ্যাত এই উপন্যাস।

চরিত্র : অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকরুন

এটি প্রথম প্রকাশিত হয়: 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।

এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন : সত্যজিৎ রায়।

উপন্যাসটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়।

উপন্যাসটির অংশ তিনটি : বল্লালী বালাই, আম আঁটির ভেঁপু, অক্রুর সংবাদ ।

পথের পাঁচালীর দ্বিতীয়খণ্ড বলা হয়: 'অপরাজিত' কে।

অপরাজিত

- এটিকে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়। অপরাজিত উপন্যাসের একটি অংশ নিয়েই সত্যজিৎ রায় **'অপুর সংসার'** সিনেমা তৈরি করেছেন।

আরণ্যক (১৯৩৮)

- এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে অরণ্যাচারী মানুষের জীবন।

আদর্শ হিন্দু হোটেল

- এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজারী ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মানুষের ভালোবাসা অর্জনের কাহিনীই এ উপন্যাসের মূল বিষয় ।

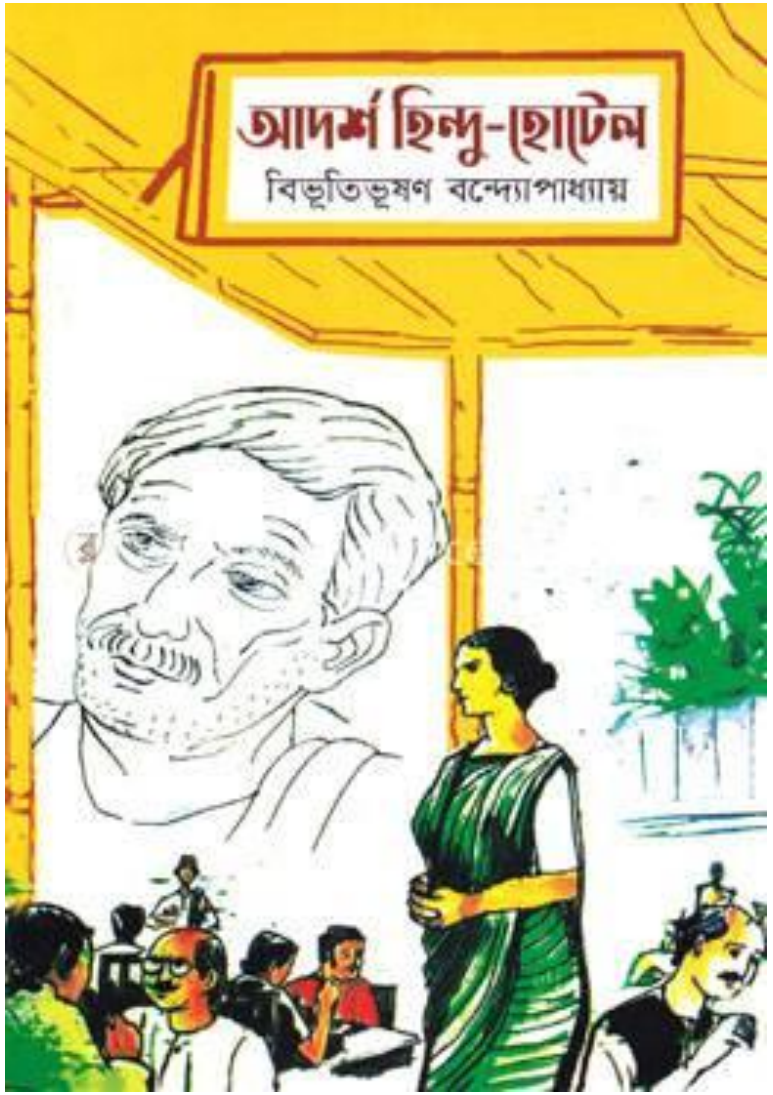

ইছামতি

- ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণ, ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির বাণিজ্য চেতনা এবং **নীলচাষের প্রতিবাদ**, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা এ উপন্যাসের আলেখ্য।

অশনি সংকেত

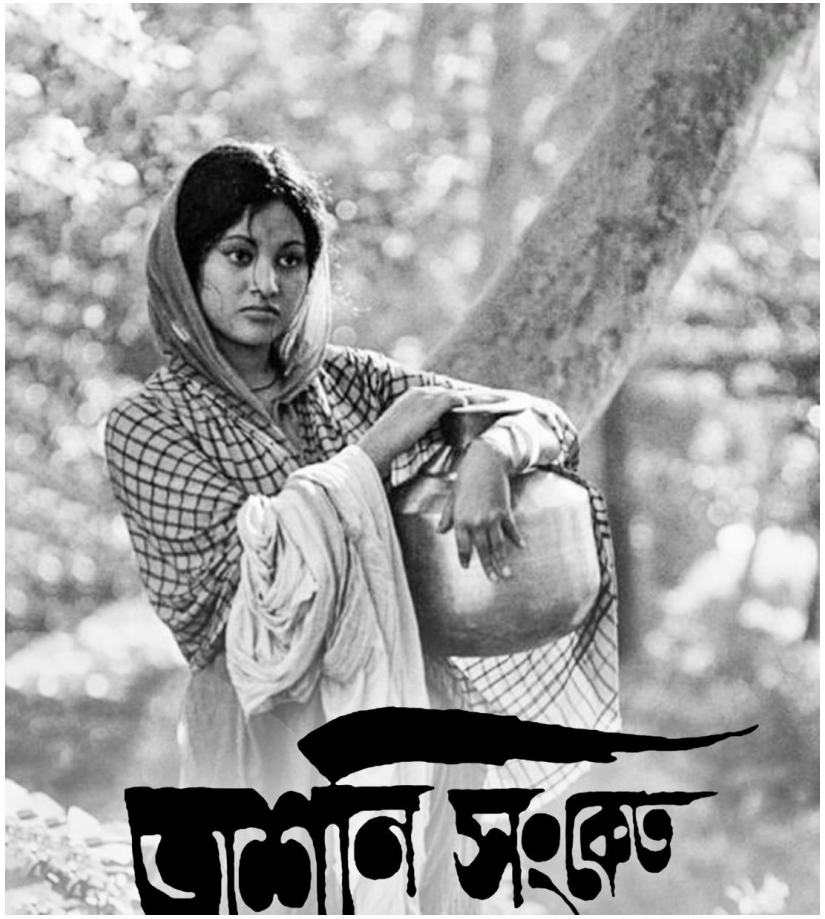

এ উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে **সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত।**

চলচ্চিত্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অশনি সংকেত উপন্যাস গুলি সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের রূপ দেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ২৩ আগস্ট ১৮৯৮, লাভপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ।

মৃত্যু: ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, কলকাতা ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ধাত্রীদেবতা

একটি কালো মেয়ের কথা

গণদেবতা

মন্বন্তর

পঞ্চগ্রাম

কবি

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা

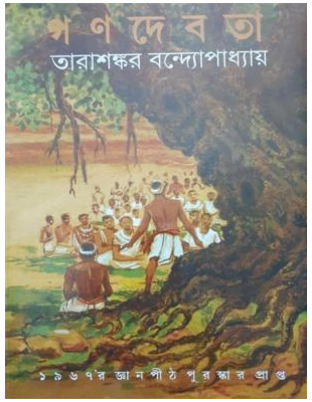

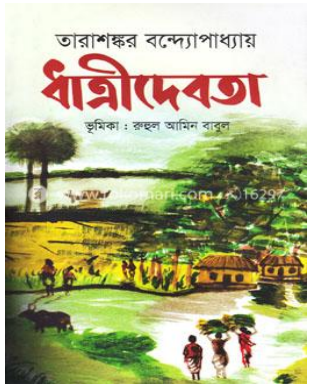

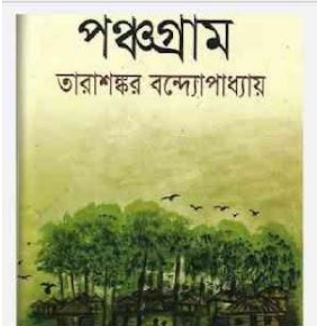

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রয়ী উপন্যাস : ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), গণদেবতা (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪)।

কবি

- ডোম সম্প্রদায়ের নিতাই এক যুবকের কবি রূপে প্রতিষ্ঠা এবং দুটি নারীর সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ক উপাখ্যানই এ উপন্যাসের মূল বিষয়।
- এই খেদ আমার মনে, ভালবেসে মিটলোনা সাধ, কুলালোনা এই জীবনে। হায়! জীবন এত ছোট কেনে? এই ভুবনে।

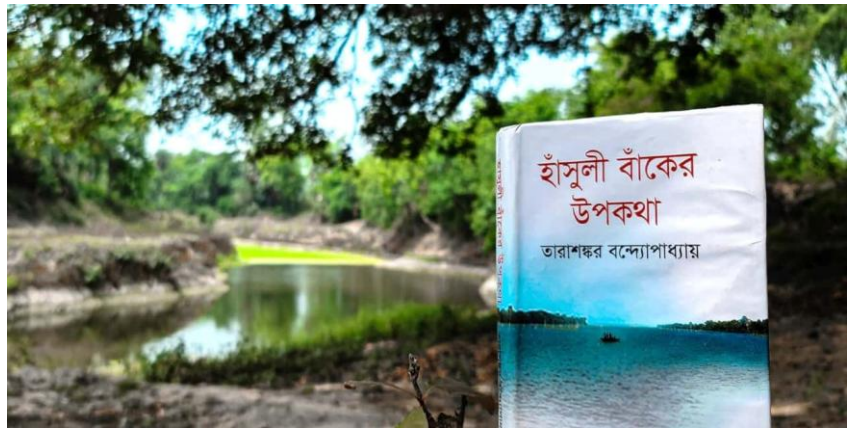

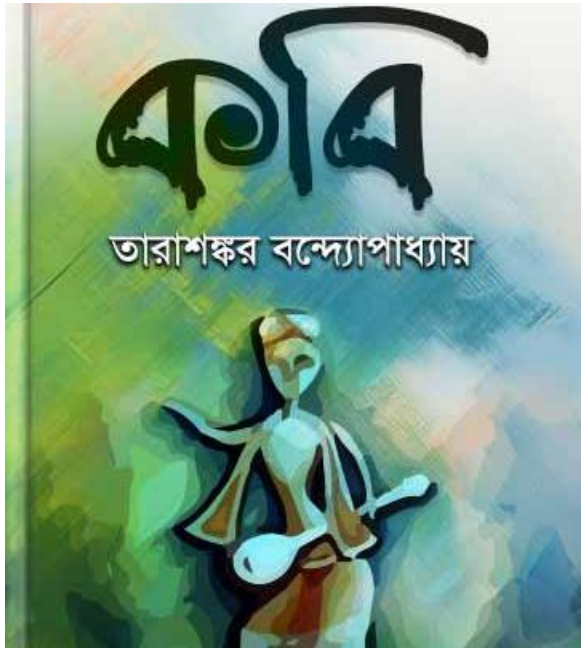

- 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' :

  কাহার/পালকী বাহকদের জীবন কাহিনি নিয়ে লেখা।

- চরিত্র : করালী, মোড়ল, বানোয়ারি ।

P2A

একটি কালো মেয়ের কথা

এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র নাজমা নামে কালো একটি মেয়ে। ১৯৭১ সালে এটি প্রকাশ পায়। গল্পের নায়ক ডেভিড আর্মস্ট্রং। উপন্যাসের ঘটনাকাল একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল, ঘটনাস্থল পূর্ব বাংলা।

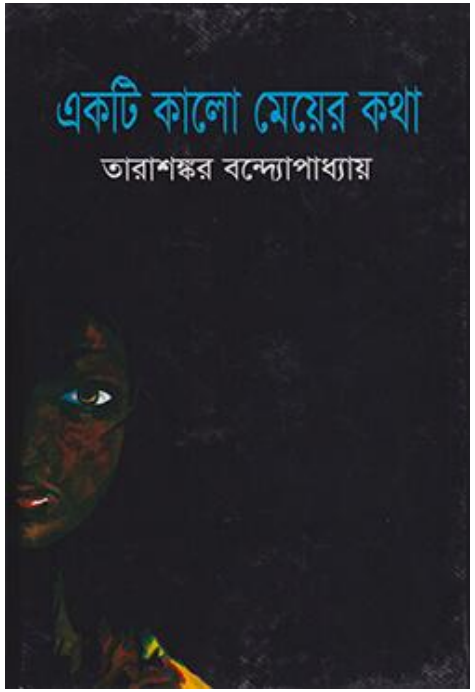

- মৃত্যু শিয়রে রেখে তিনি ‘একটি কালো মেয়ের কথা’ এবং ‘সুতপার তপস্যা’ নামে দু’খানি ছোট উপন্যাস লেখেন। মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে নিধনযজ্ঞ ঘটিয়েছিল তার বিবরণ একটি কালো মেয়ের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। এবং এখানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে এ উপন্যাসখানি লেখা।

- অন্য উপন্যাস ‘সুতপার তপস্যা’ পশ্চিম বাংলার অস্থির সময়ের গল্প।

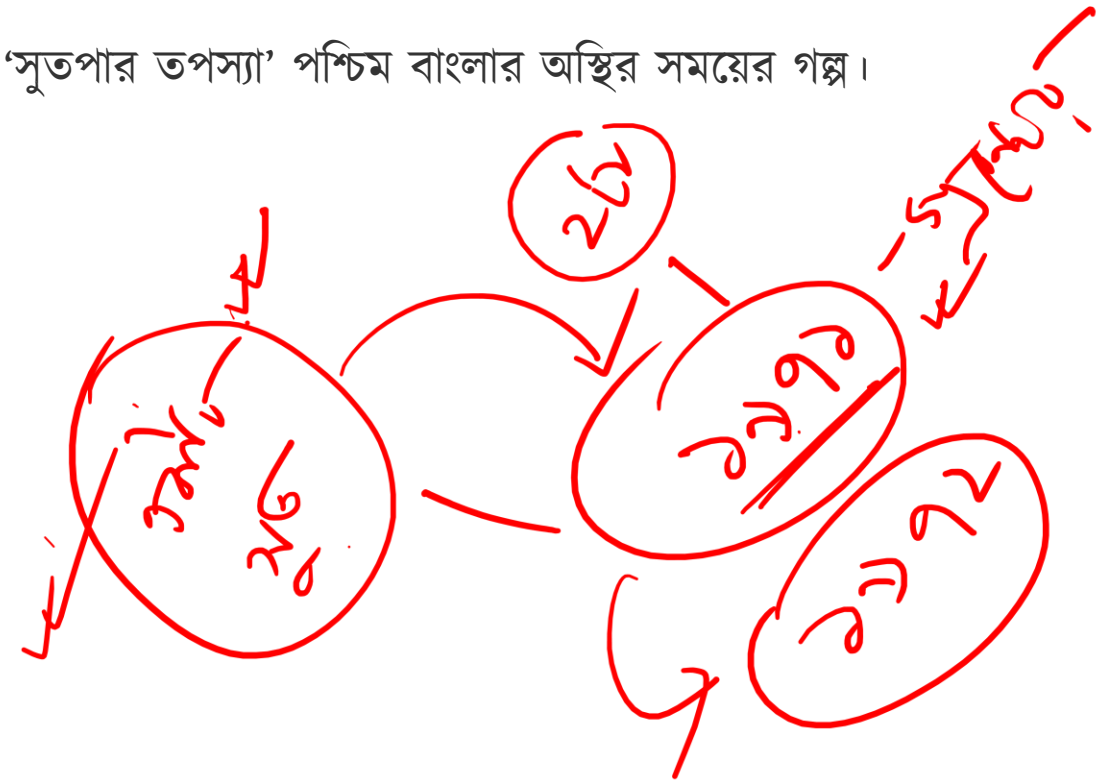

১৯৭১

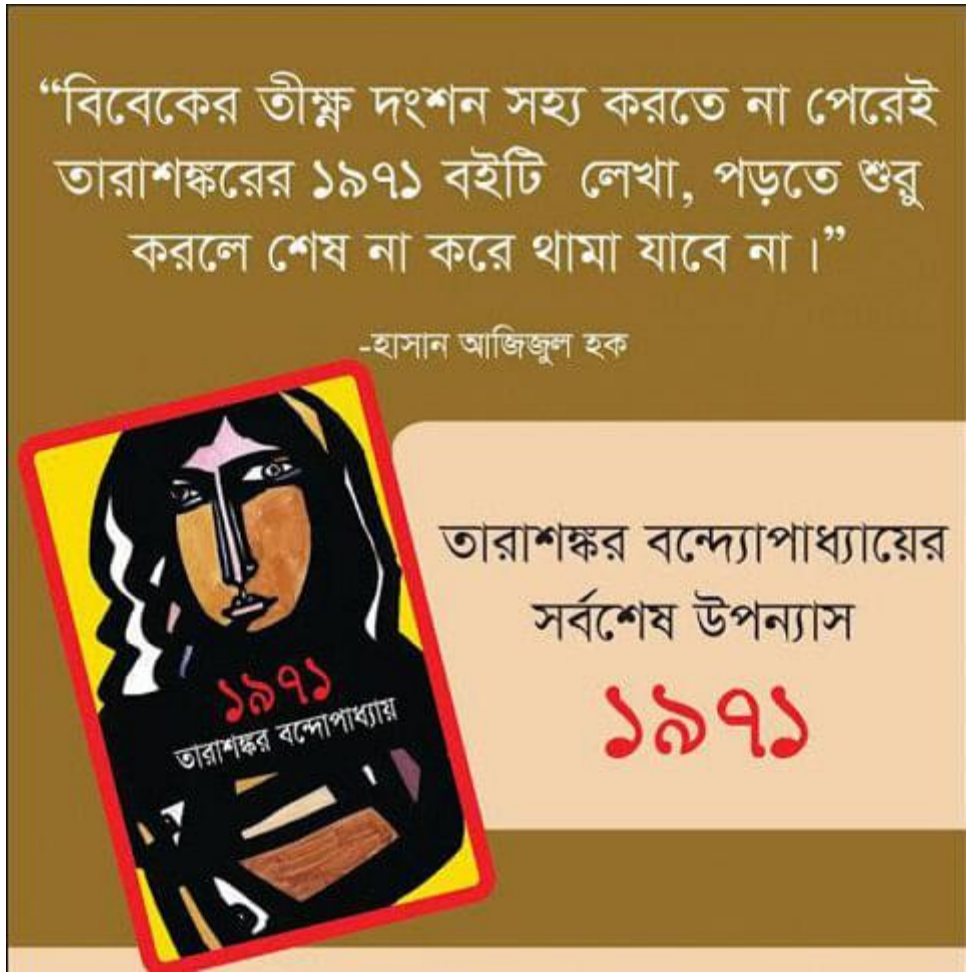

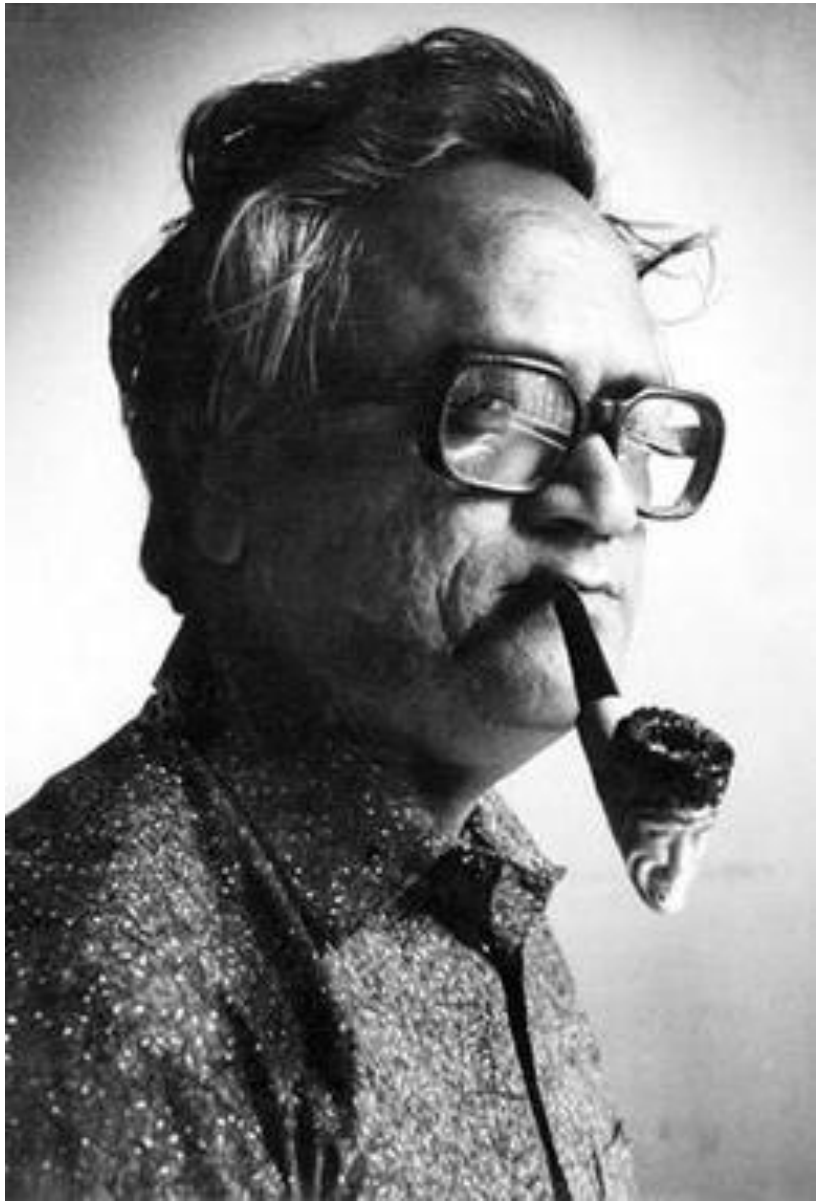

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রামে (মামার বাড়ি), পৈত্রিক নিবাস চেলোপাড়া, বগুড়া।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

২টি উপন্যাস

৫টি গল্পগ্রন্থ

১টি প্রবন্ধ সংকলন

২টি উপন্যাস

চিলেকোঠার সেপাই

খোয়াবনামা

উপন্যাস: চিলেকোঠার সেপাই

চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭, প্রথম)

প্রেক্ষাপট: ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান।

চরিত্র : ওসমান, আনোয়ার ।

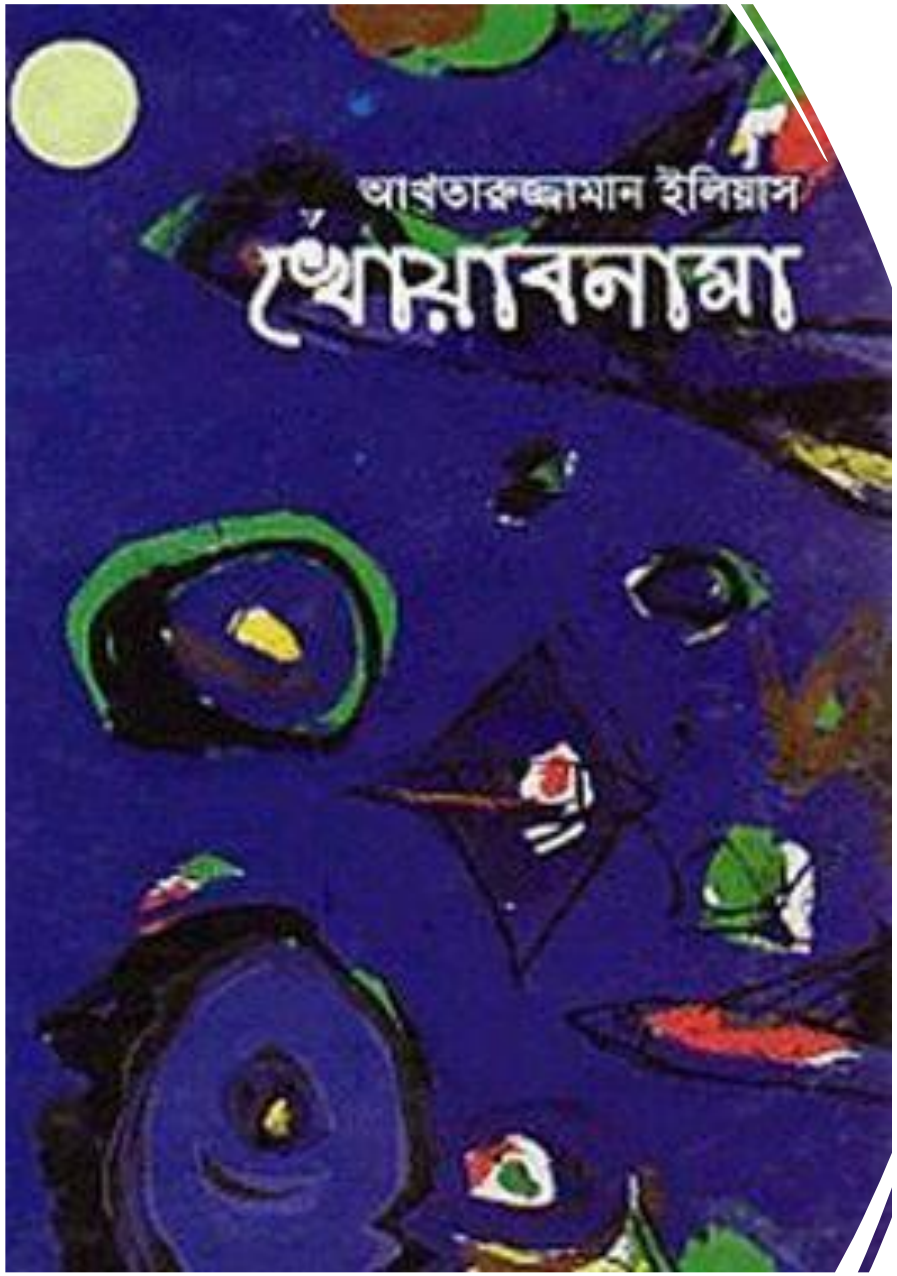

উপন্যাস

খোয়াবনামা (১৯৯৬) : মহাকাব্যোচিত উপন্যাস।

চরিত্র: তমিজ, তমিজের বাপ, ফকিরের নাতনী, ফুলজান, বৈকুণ্ঠ।

প্রেক্ষাপট : ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, আসামের ভূমিকম্প, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তর।

ছোটগল্প সংকলন

অন্য ঘরে অন্য স্বর

খোঁয়ারী

দুধভাতে উৎপাত

দোজখের ওম

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল

তার গল্পের অন্যতম প্রধান দিক এন্টি রোমান্টিকতা।

বিখ্যাত গল্প

(মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)

রেইনকোট

মিলির হাতে স্টেনগান

অপঘাত

জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল

প্রবন্ধ সংকলন

সংস্কৃতির ভাঙা সেতু

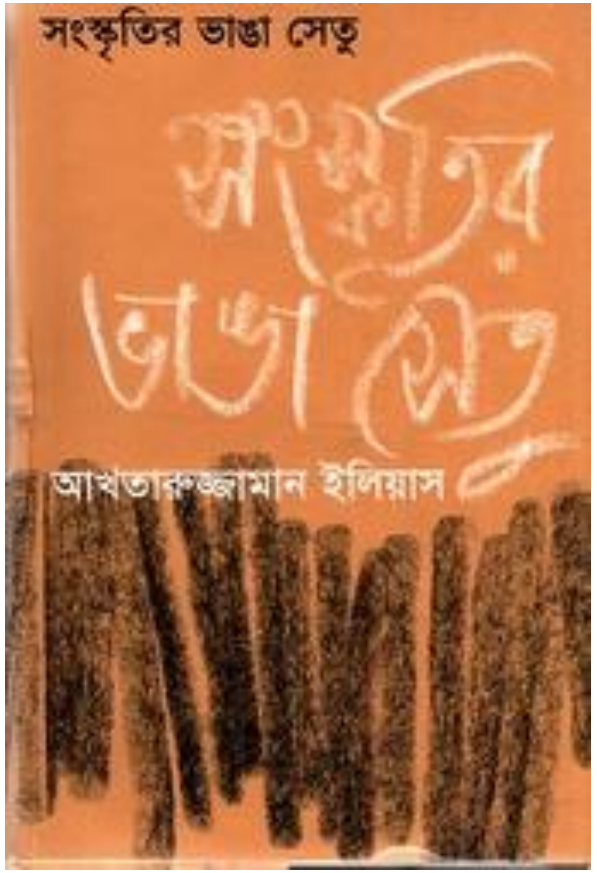

এতে ২২টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত

লেখক খুব সহজ করে বাংলা সংস্কৃতিকে জানাতে এবং তার উল্টোপথে চলার নানান অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন।

জহির রায়হান

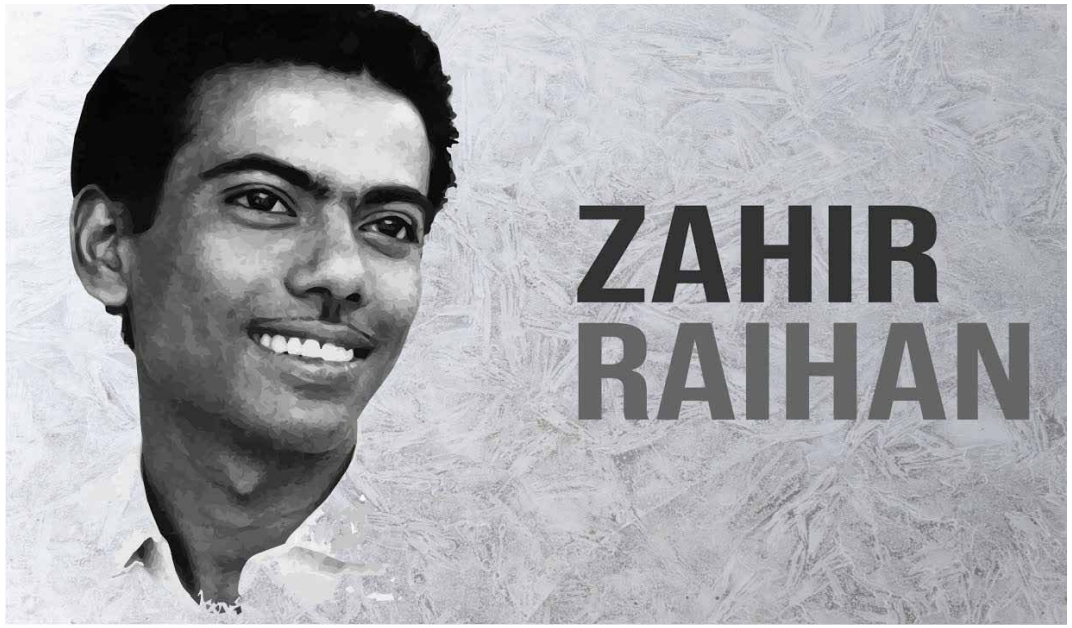

প্রকৃত নাম: আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ

ডাকনাম: জাফর

জহির রায়হান নাম দেন: কমরেড মনি সিং

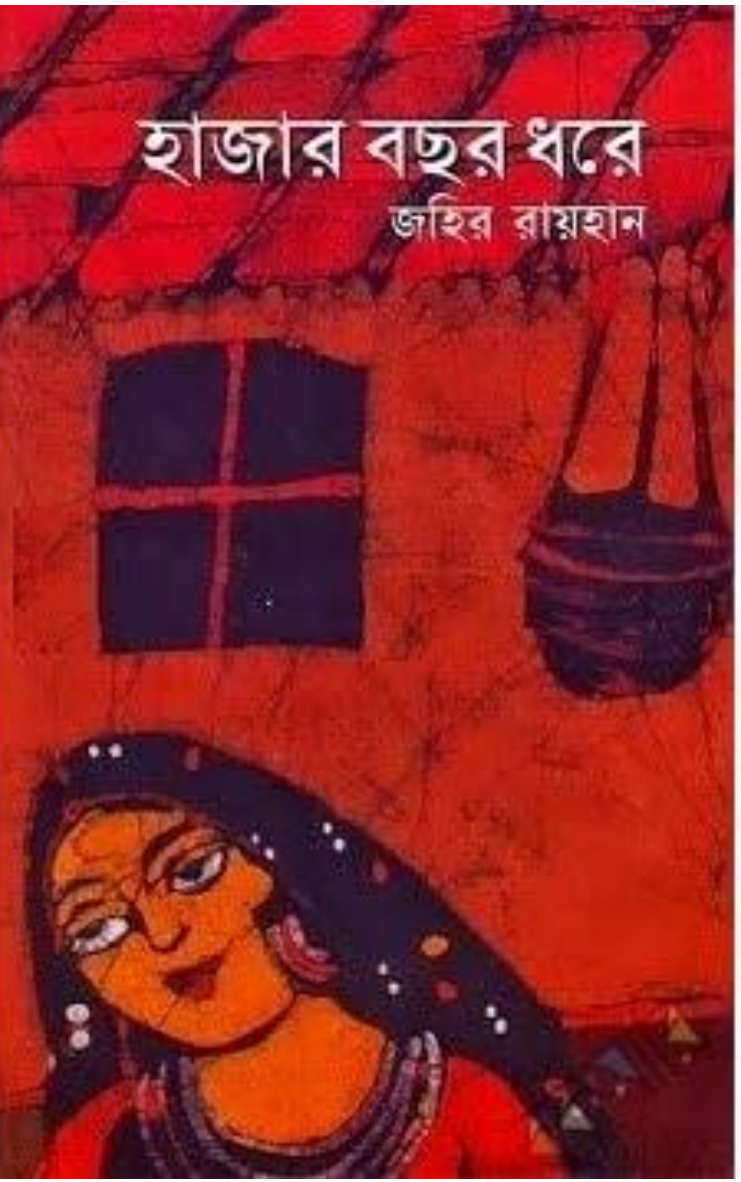

উপন্যাস

শেষ বিকেলের মেয়ে (সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়)

হাজার বছর ধরে (শ্রেষ্ঠ) উপন্যাসের জন্য ১৯৬৪ সালে আদমজী পুরস্কার পান।

আরেক ফাল্গুন ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম উপন্যাস । চরিত্র: মুনিম, আসাদ রসুল, সালমা ।

বরফ গলা নদী

কয়েকটি মৃত্যু

একুশে ফেব্রুয়ারি

চলচ্চিত্র

‘জীবন থেকে নেয়া: ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক চলচ্চিত্র, **প্রথম জাতীয় সংগীত বাজানো হয়** এটি এদেশে প্রথম যথার্থ রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র ।

লেট দেয়ার বি লাইট

অসমাপ্ত চলচ্চিত্রটি সমাপ্ত হবার আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র

Stop Genocide

A state is born

মুনীর চৌধুরী

জন্ম : ২৭ শে নভেম্বর, ১৯২৫ মানিকগঞ্জ, ঢাকা ।

পৈত্রিক নিবাস- গোপাইরবাগ, চাটখিল, নোয়াখালী ।

নিখোঁজ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

তাঁর সম্পূর্ণ নাম : আবু নায়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী।

নাটক

রক্তাক্ত প্রান্তর: ট্রাজেডি (পাণিপথের ৩য় যুদ্ধ, মহাশশ্মান কাব্য থেকে উপাদান সংগ্রহ)

কবর (পটভূমি ভাষা আন্দোলন)

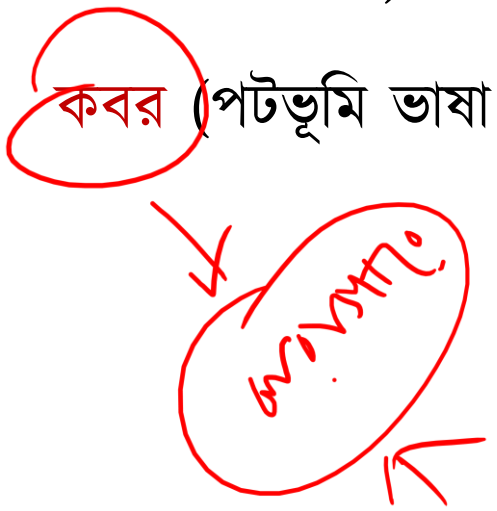

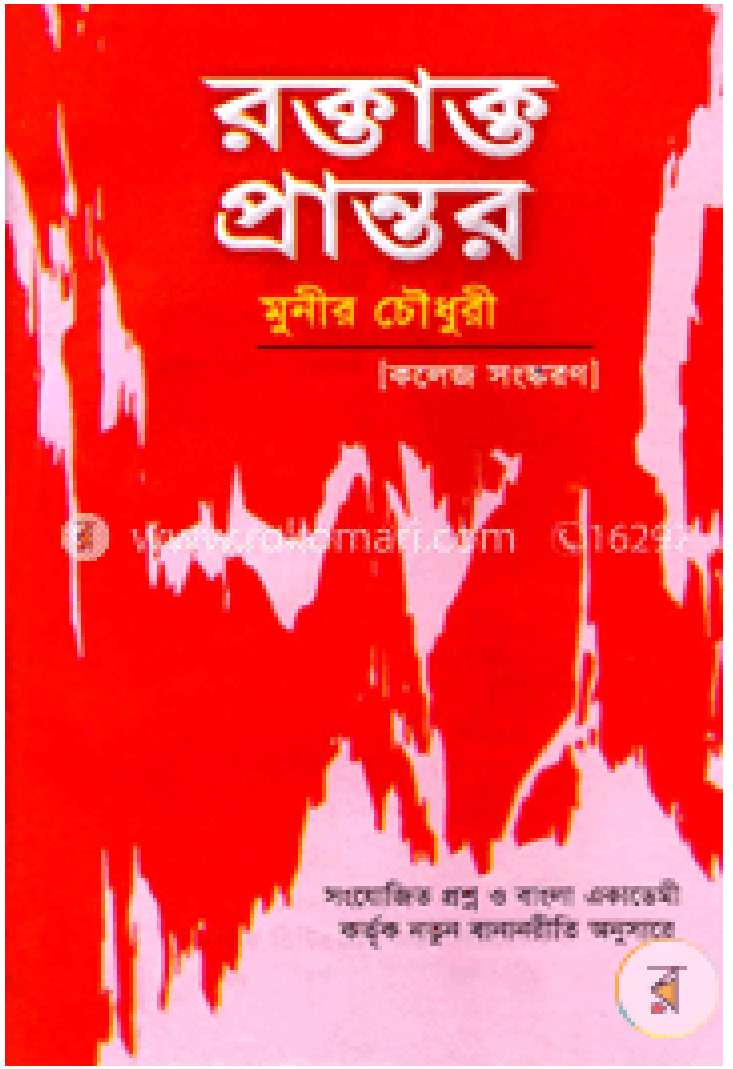

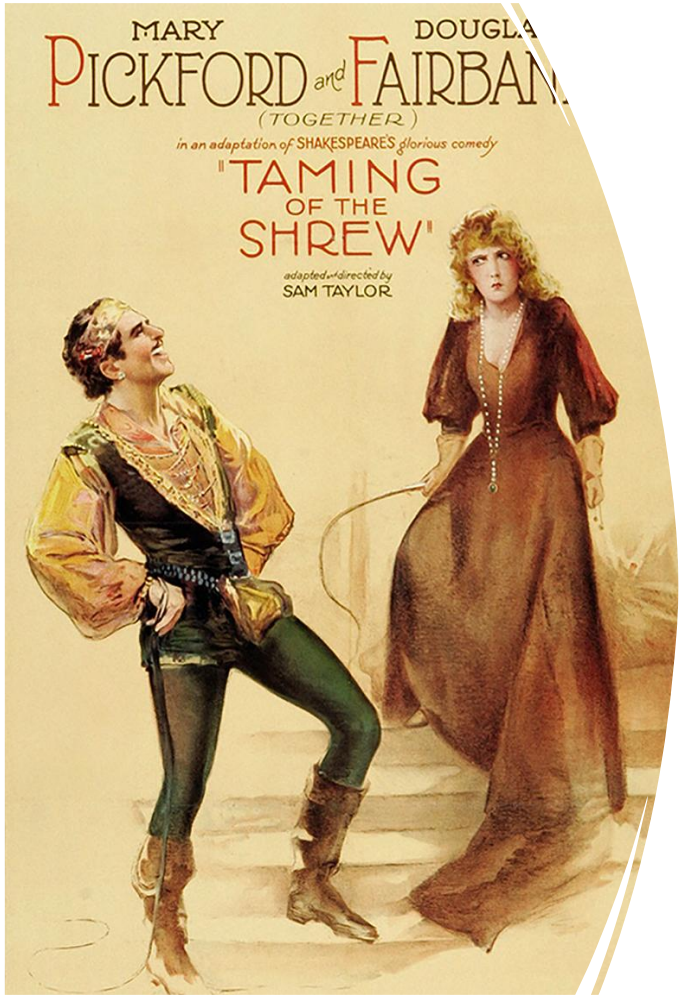

মূনীর চৌধুরীর অনুবাদ নাটক

১) রূপার কৌটা : গলস ওয়ার্দীর 'The Silver Box' অবলম্বনে ।

২) কেউ কিছু বলতে পারে না : বানার্ড শ এর 'You never can't tell' অবলম্বনে ।

৩) মুখরা রমণী বশীকরণ : শেক্সপীয়রের 'The Taming of the shrew' অবলম্বনে । **

৪) ওথেলো (অসমাপ্ত) : মৃত্যুর পর অগ্রজ কবীর চৌধুরী বাকি অংশ অনুবাদ করেন ।

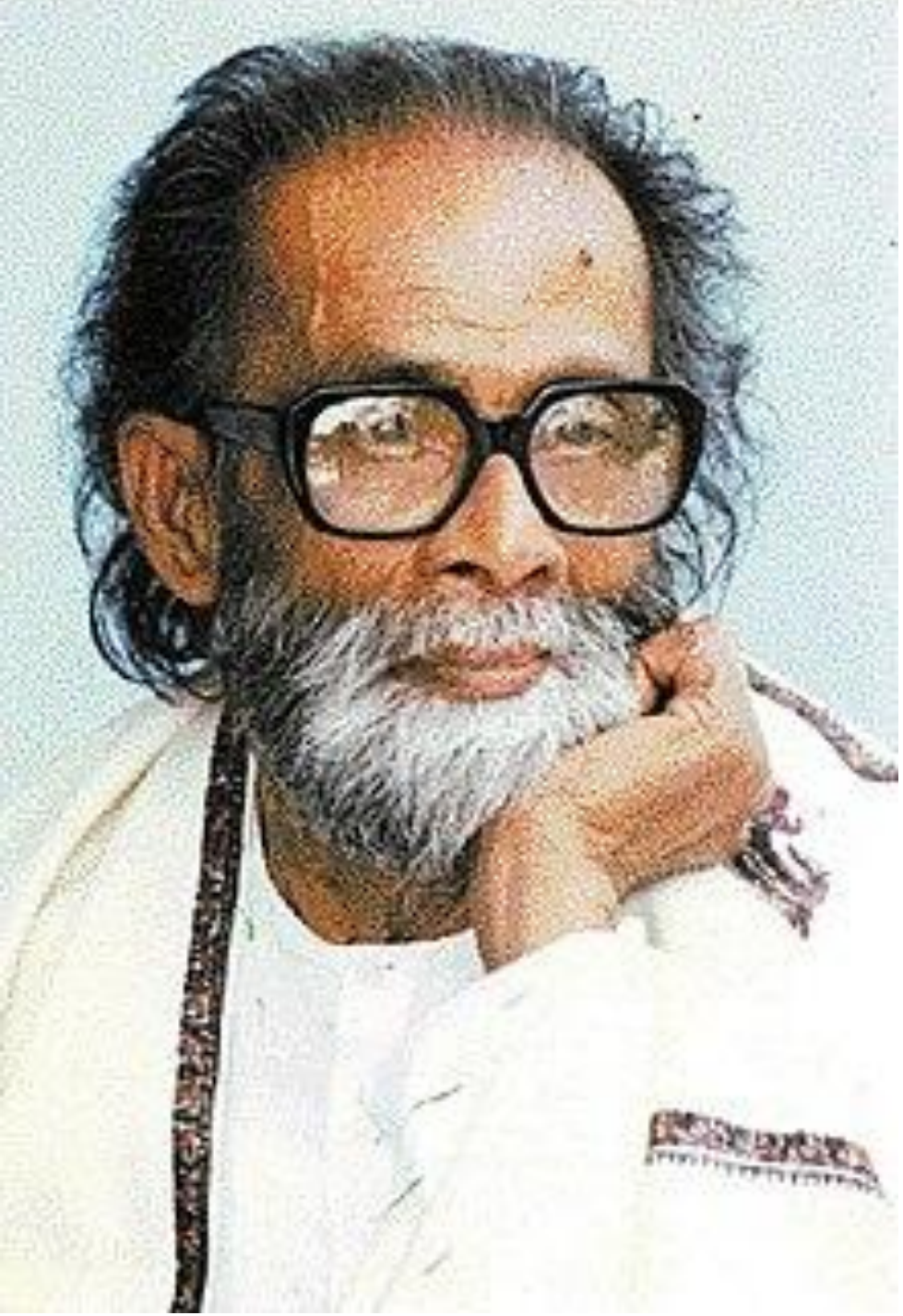

শওকত ওসমান

- জন্ম : ২ জানুয়রি ১৯১৭, হুগলি ।
- মৃত্যু : ১৪ মে ১৯৯৮, ঢাকা ।
- প্রকৃত নাম : শেখ আজিজুর রহমান ।

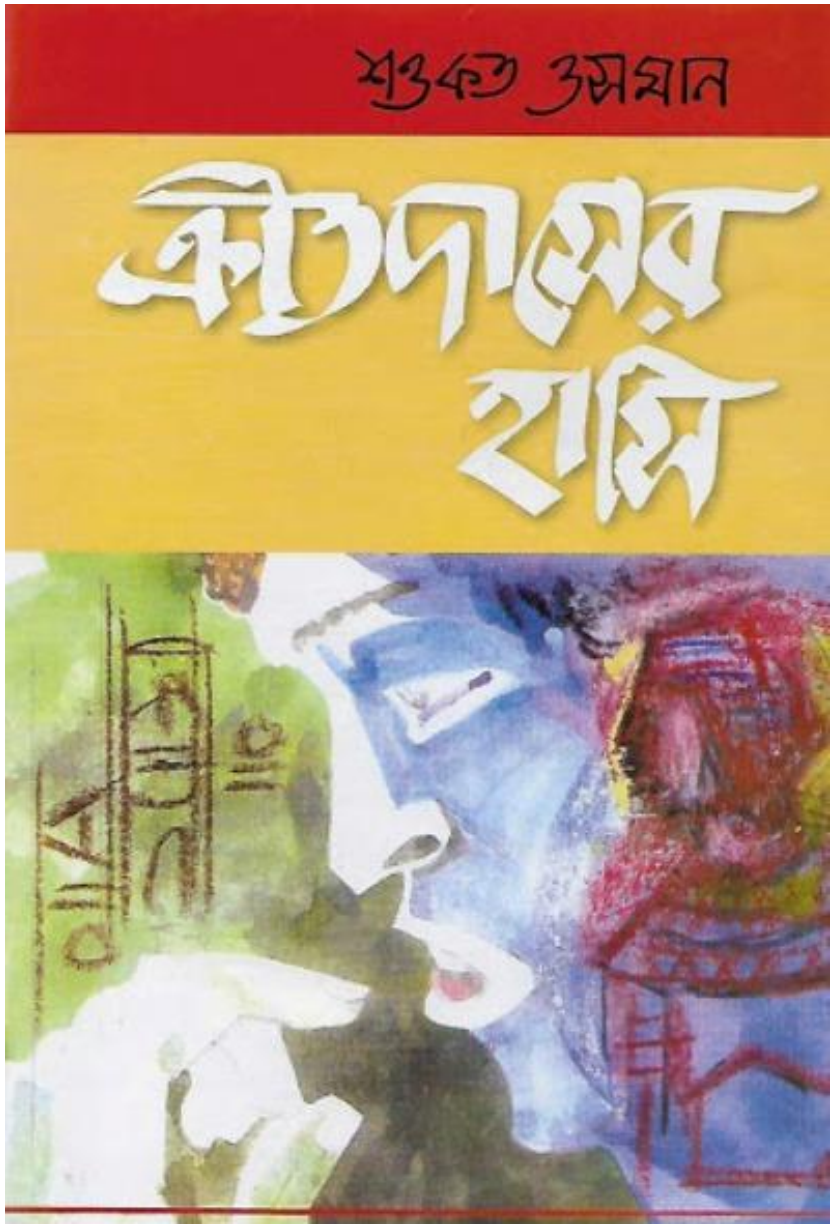

উপন্যাস

ক্রীতদাসের হাসি

জলাংগী

জাহান্নম হইতে বিদায়

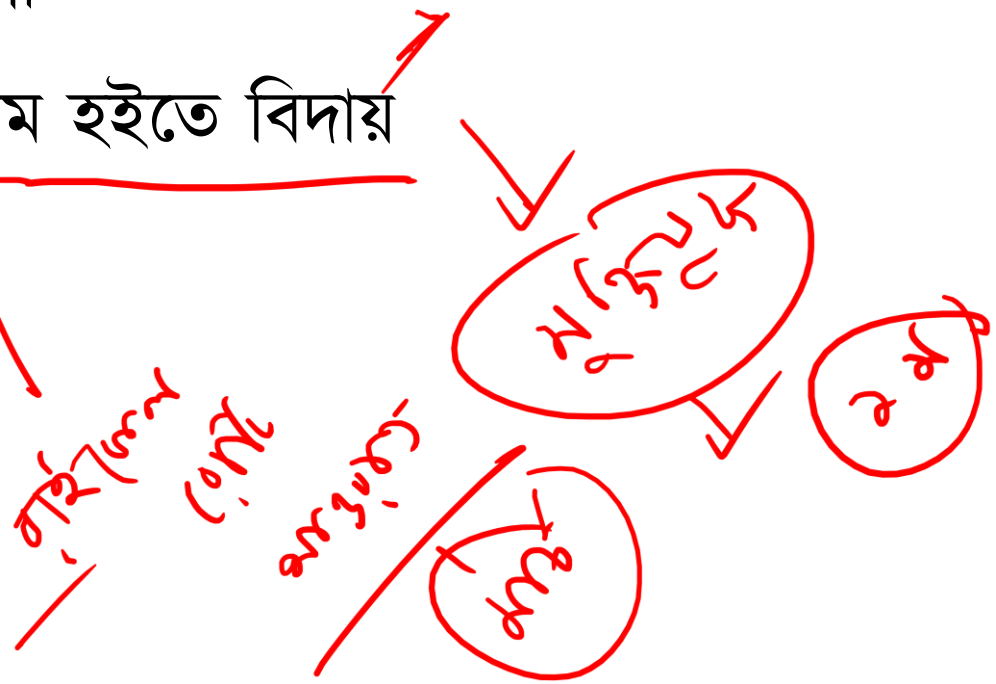

'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২)

ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২)। এটি তাঁর প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস।

চরিত্র: তাতারী, মেহেরজান, বাদশাহ হারুন ।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদের প্রতীকায়নের মাধ্যমে তৎকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে।

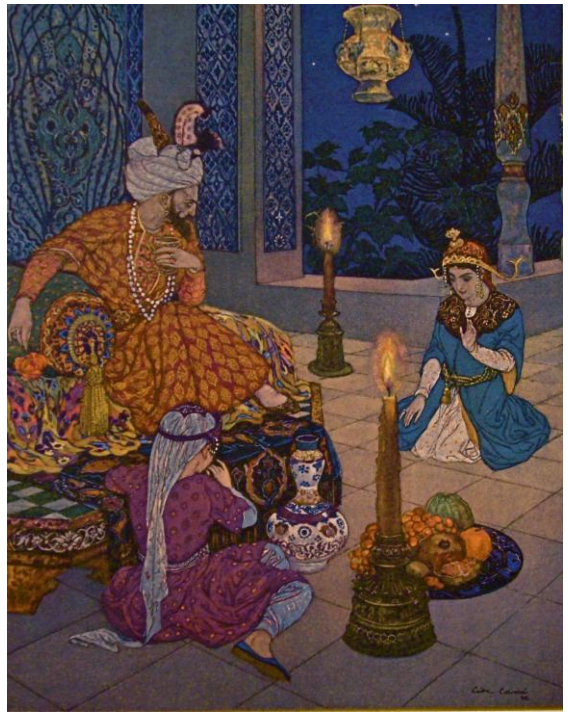

বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদ অত্যাচারী। সে ক্রীতদাস তাতারি ও বাঁদি মেহেরজানের প্রণয়ে বাঁধা সৃষ্টি এবং তাতারিকে গৃহবন্দী ও অত্যাচার করে। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। **এখানে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক।** তাতারী যেমন স্বাধীন হয়েও খলিফার স্বৈরশাসনের বাইরে যেতে পারেনি, তেমনি পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছিল নামমাত্র স্বাধীনতা। মেহেরজানের মতো বাংলার ভূমি হাতবদল হয়েছে হুন-পাঠান-মোগলব্রিটিশ-পাকিস্তানের কাছে। 'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দি কেনা সম্ভব ! **কিন্তু কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি না-না-না-না-।'- তাতারীর এ উক্তির মাধ্যমে উপন্যাসের সারকথা ফুটে উঠেছে।**

তাতারীর হাসি হলো বাংলাদেশের প্রতীক। এ হাসিরূপ বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে তাতারী নামক বাংলার ৩০ লক্ষ শহিদের বুকের রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়েছে। তবে, তাতারী মৃত্যুবরণ করে কিন্তু অপরাজেয় বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে।

P2A

শওকত ওসমান

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস:

১) জাহান্নম হইতে বিদায় ২) দুই সৈনিক ৩) নেকড়ে অরণ্য ৪) জলাংগী ।

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস:

'আর্তনাদ'(১৯৮৫)

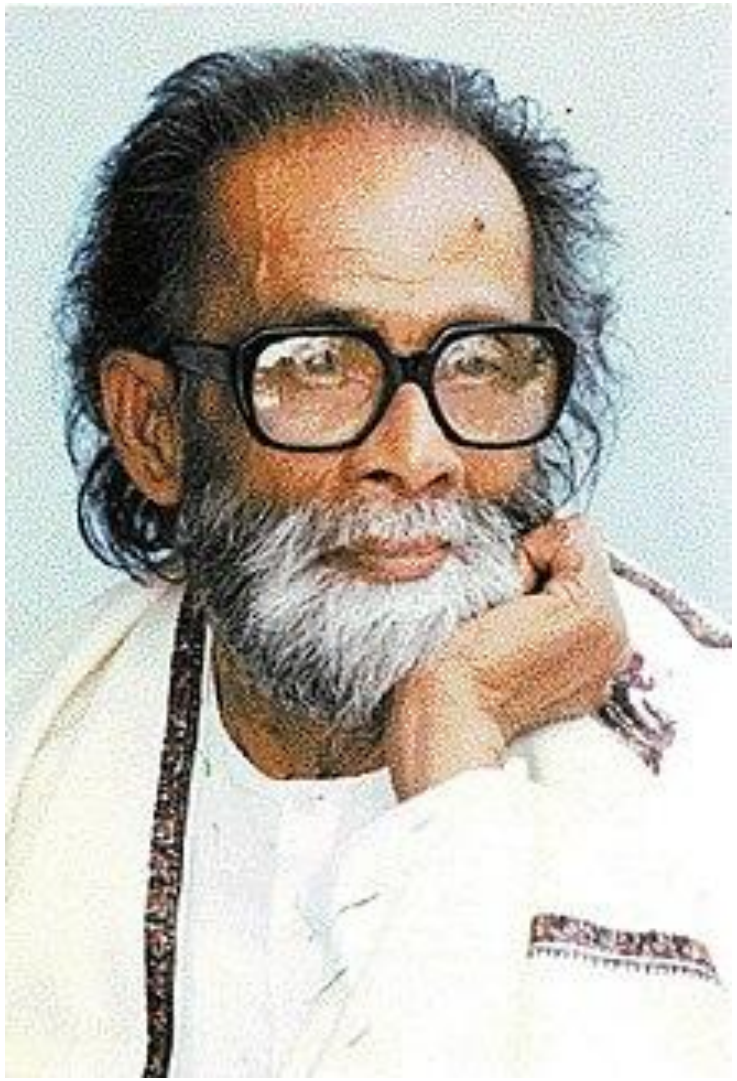

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

জন্ম: চট্টগ্রামের ষোলশহর

১৯৬৭-৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন।

প্যারিসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালান।

মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, প্যারিসে

উপন্যাস

- লালসালু
- চাঁদের অমাবস্যা
- কাঁদো নদী কাঁদো

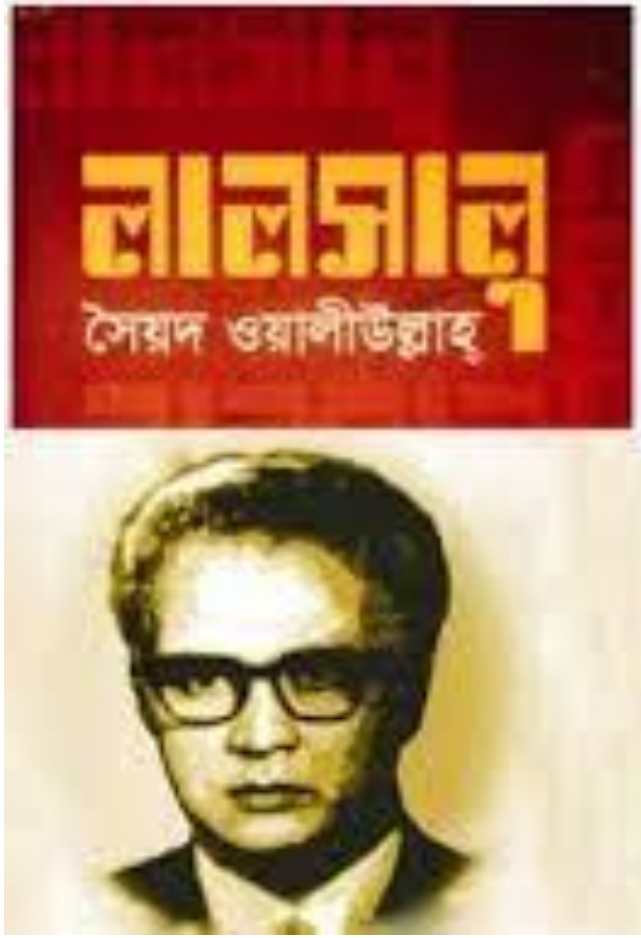

লালসালু

'লালসালু' (১৯৪৮, ১ম উপন্যাস)।

উপজীব্য: মাজার কেন্দ্রিক ব্যবসা ও কুসংস্কার, ধর্মীয় ভণ্ডামী ।

চরিত্র: মজিদ, জমিলা, রহিমা, খালেক বেপারী, আক্কাস।

ইংরেজি অনুবাদ: 'Tree without Roots' (১৯৬৭)।

ফরাসি অনুবাদ: 'ল্যা আরবরে সামস মায়েমে' (১৯৬১) কবির পত্নী অ্যান মেরি অনুবাদ করেন ।

‘চাঁদের অমাবস্যা’ ১৯৬৪) : এটি মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্ববাদী উপন্যাস ।

চরিত্র : আরেফ আলী, কাদের (দরবেশ) ।

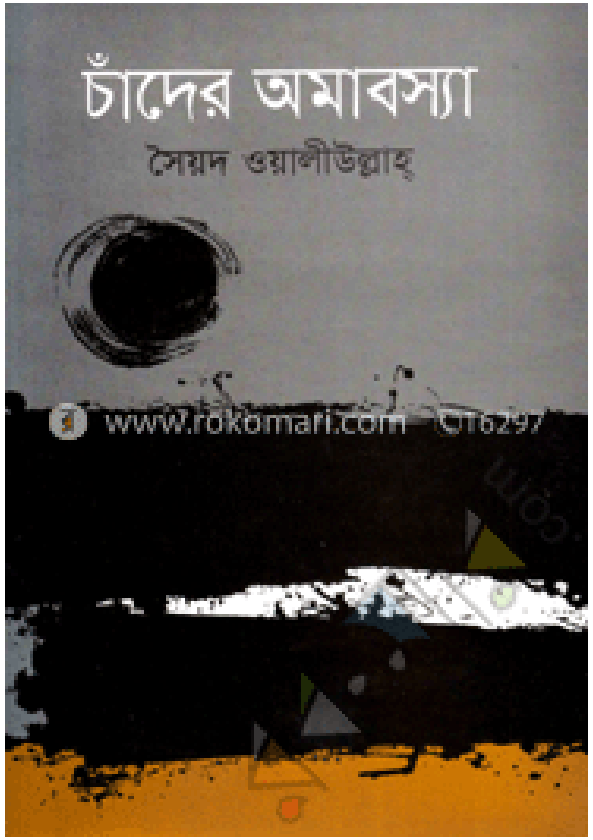

চাঁদের অমাবস্যা

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আরেফ আলী। সে বড় বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত এক স্কুল শিক্ষক যুবক। এক রাতে বাইরে গিয়ে বাড়ির ছোটকর্তা কাদেরকে দেখে। অতঃপর বাঁশঝাড়ে নারীকণ্ঠের কান্না এবং এক যুবতীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ দেখে। প্রথমে দ্বিধান্বিত হলেও পরে আরেফ আলী বুঝতে পারে কাদেরই যুবতীর হত্যাকারী।

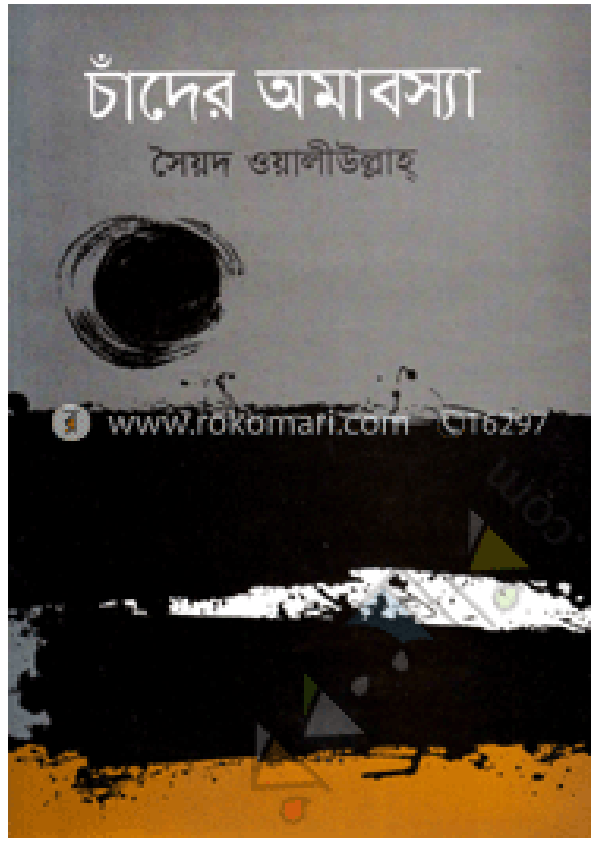

হত্যার বিষয়টি নিয়ে আরেফ আলীর চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হতে থাকে। হত্যার ঘটনাকে সংহরণ করে, ব্যক্তিকে ঘটনা অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে তার মনোজাগতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নির্মিত হয়েছে। এ উপন্যাসের বাইরের ঘটনা গৌণ, আরেফ আলীর অন্তর্লোকে সৃষ্ট ঘটনাস্রোতই মূখ্য। আরেফ আলীর অন্তর্লোকে কল্লোলিত ঘটনাকে তারই মগ্নচৈতন্যের দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করেছেন। **আরেফ আলীর চৈতন্যে যে প্রবহমানতা তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় 'চাঁদের অমাবস্যা' হয়ে উঠেছে চেতনাপ্রবাহ রীতিধর্মী উপন্যাস।**

‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮) : এটি চেতনা প্রবাহ রীতিতে লেখা । (বর্ণনাকারীর মনের মধ্যে যে বহুবিধ চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলি চলতে থাকে তা চিত্রিত করবার চেষ্টা)

চরিত্র : মুস্তফা, খোদেজা

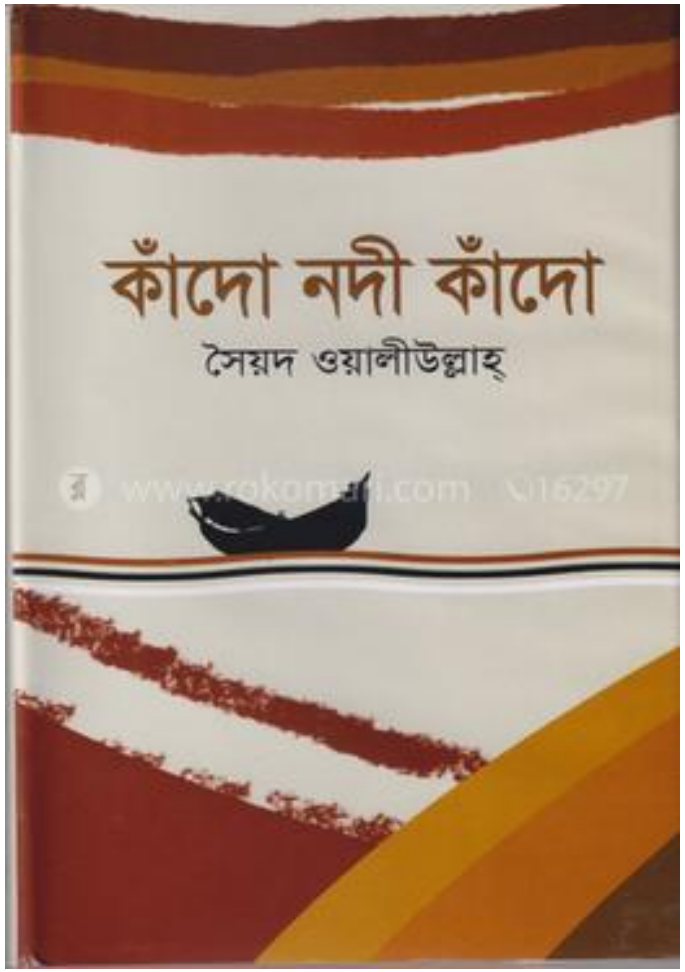

কাঁদো নদী কাঁদো

‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮) : এটি চেতনা প্রবাহ রীতিতে লেখা । (বর্ণনাকারীর মনের মধ্যে যে বহুবিধ চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলি চলতে থাকে তা চিত্রিত করবার চেষ্টা)

চরিত্র : মুস্তফা, খোদেজা

কাঁদো নদী কাঁদো: ধর্মের নামে আচার-সর্বস্বতা, বিজ্ঞানের নামে অদৃষ্টবাদিতা, বাস্তবতার নামে স্বপ্ন-কল্পনা ইত্যাদির বিরুদ্ধাচরণ, ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের সুখ-দুঃখ ইত্যাদির সার্থক রূপায়ণ এ উপন্যাস।

এ মনঃসমীক্ষণমূলক উপন্যাসে ফুটে উঠেছে একদিকে মুহাম্মদ মুস্তফার করুণ জীবনালেখ্য, অন্যদিকে শুকিয়ে যাওয়া বাকাল তীরবর্তী মানুষের জীবনচিত্র। **এটি চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা।** বাংলা সাহিত্যে ওয়ালীউল্লাহ প্রথম চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রয়োগ ঘটান। **(বর্ণনাকারীর মনের মধ্যে যে বহুবিধ চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলি চলতে থাকে তা চিত্রিত করবার চেষ্টা)**

নাটক

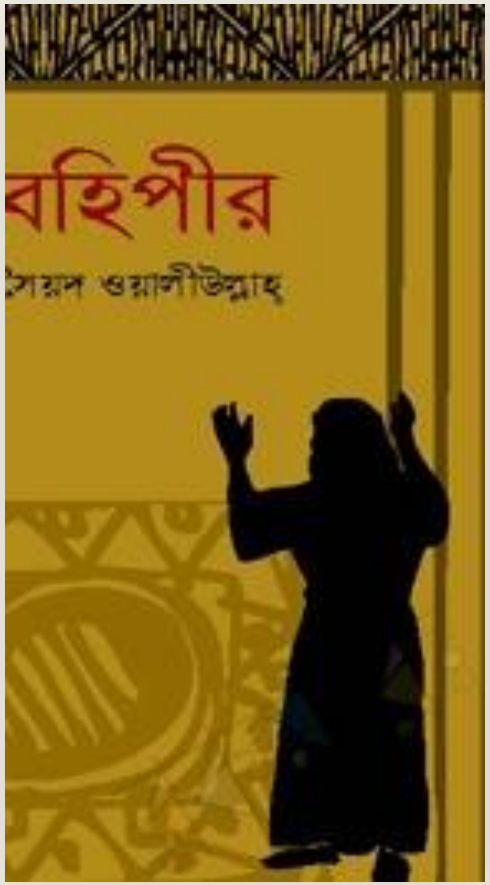

- বহিপীর (১৯৬০)
- তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪)
- সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)

আল মাহমুদ

- আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশের **ব্রাহ্মণবাড়িয়া** জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- পুরো নাম **মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ**
- ২০১৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৮২ বছর বয়সে ঢাকায় ধানমণ্ডির ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

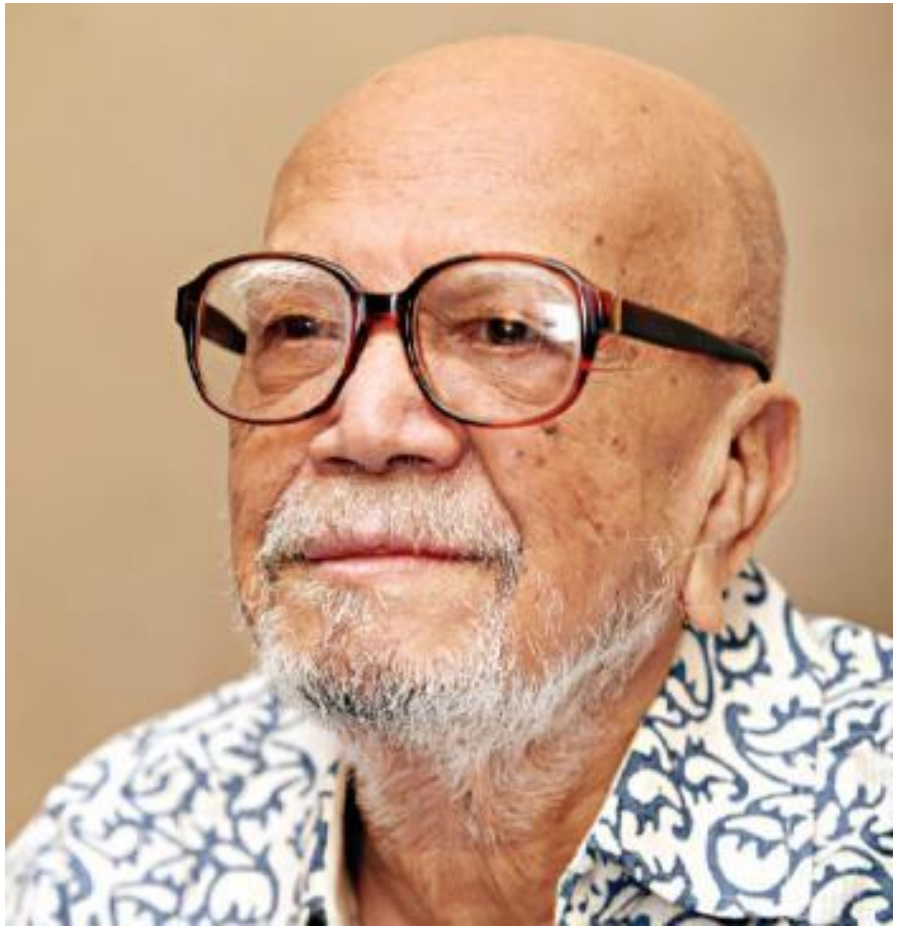

আল মাহমুদ

- আধুনিক বাংলা কবিতার নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে **ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহ** তাঁর কবিতার বিশেষ উপাদান।

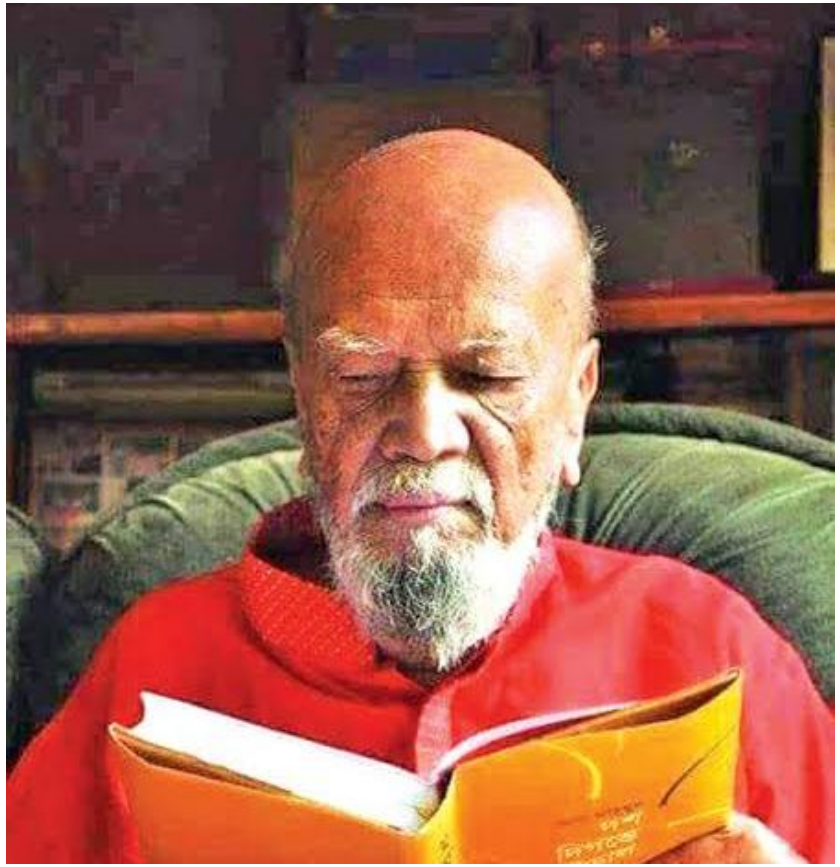

সম্পাদক

- আল মাহমুদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সরকার বিরোধী সংবাদপত্র **দৈনিক গণকণ্ঠ** (১৯৭২-১৯৭৪) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

আল মাহমুদের কাব্য

- কালের কলস (১৯৬৬)
- **সোনালী কাবিন (১৯৭৩)**
- মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬)
- আরব্য রজনীর রাজহাঁস
- **বখতিয়ারের ঘোড়া**
- পাখির কাছে ফুলের কাছে

গল্পগ্রন্থ

পানকৌড়ির রক্ত

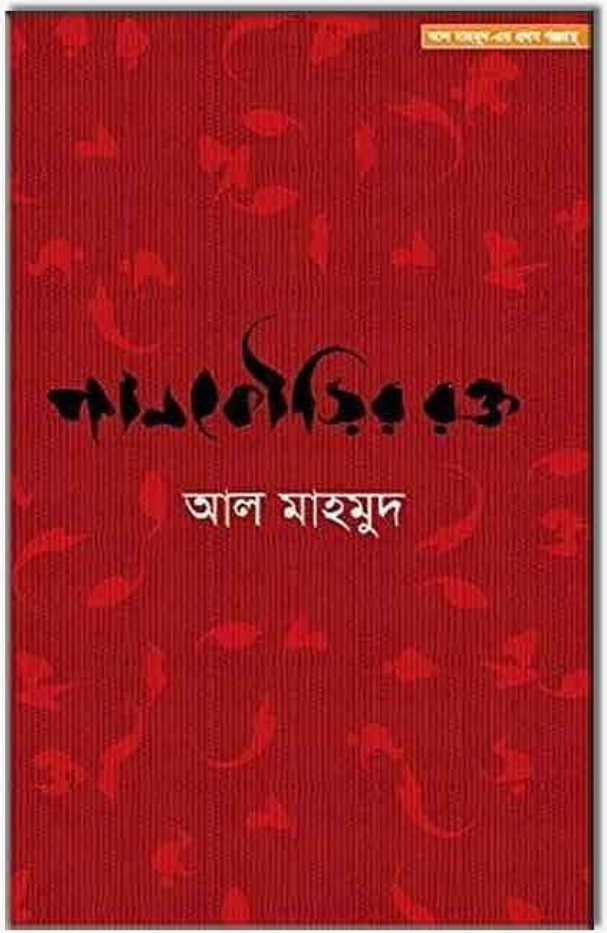

P2A

উপন্যাস

- কাবিলের বোন (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস)
- উপমহাদেশ
- ডাহুকী

সোনালী কাবিন

১.

সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু'টি,
আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি
আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রুকুটি ;
ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বন,
ছলনা জানি না বলে আর কোন ব্যবসা শিখিনি ;
দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন
আমার তো নেই সখি, যেই পণ্যে অলঙ্কার কিনি ।
বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল
পৌরুষ আবৃত করে জলপাইর পাতাও থাকবে না;
তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিও সেই ফল
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হব চিরচেনা
পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা ;
দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা ।

- **সোনালী কাবিন** আল মাহামুদের সনেট জাতীয় কাব্য যা ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।

- **এতে মোট ১৪টি সনেট রয়েছে** এবং ৪১টি কবিতা রয়েছে।

উপমহাদেশ

- **উপন্যাস:** উপমহাদেশ, লেখক: আল মাহমুদ
- **প্রেক্ষাপট:** মুক্তিযুদ্ধ, চরিত্র: **সৈয়দ হাদী মীর**।
- 'উপমহাদেশ' কবি আল মাহমুদ রচিত **মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক** উপন্যাস।
- **উপন্যাসটি শুরু হয়েছে পরাধীন বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে, কাহিনী গিয়ে পৌঁছেছে ভারতে, উপন্যাসের শেষ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। আক্ষরিক অর্থেই উপন্যাসের ব্যাপকতা ছিল উপমহাদেশ জুড়ে।**
- 'উপমহাদেশ' প্রথম পুরুষের বয়ানে রচিত। এর প্রধান চরিত্র তথা সমগ্র কাহিনী বয়ানকারী নায়ক ঢাকার পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের লাইব্রেরিয়ান **সৈয়দ হাদী মীর**। তিনি একজন বেশ পরিচিত কবিও, বয়েস পঁয়ত্রিশের দিকে। ঢাকায় ২৫ মার্চের ঘটনার পর এক পর্যায়ে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তার নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে নারায়ণপুর বাজারে এসে অবস্থান করতে থাকেন। তার আসার দু'দিন আগে তার স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী হামিদা তার ছোটভাইকে নিয়ে ঢাকা থেকে দেশের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনো সন্ধান হাদী মীর পাচ্ছিলেন না।

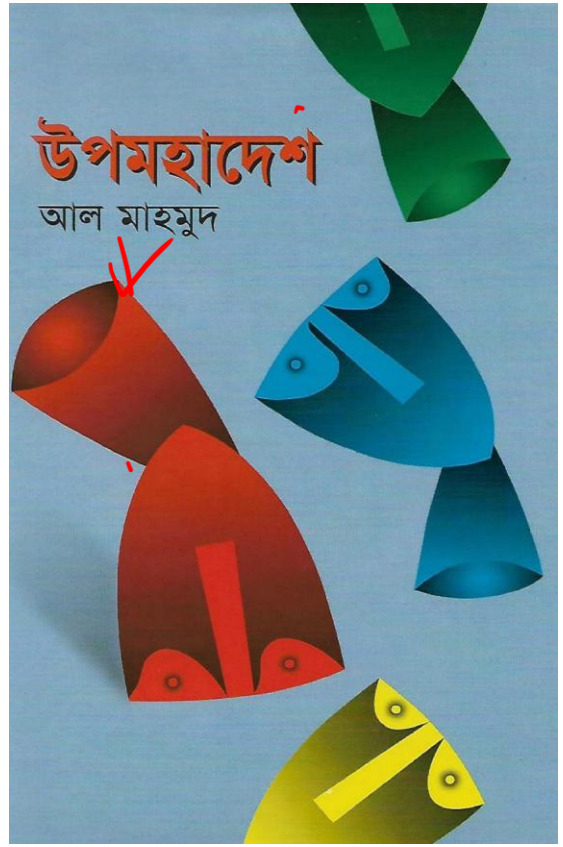

P2A

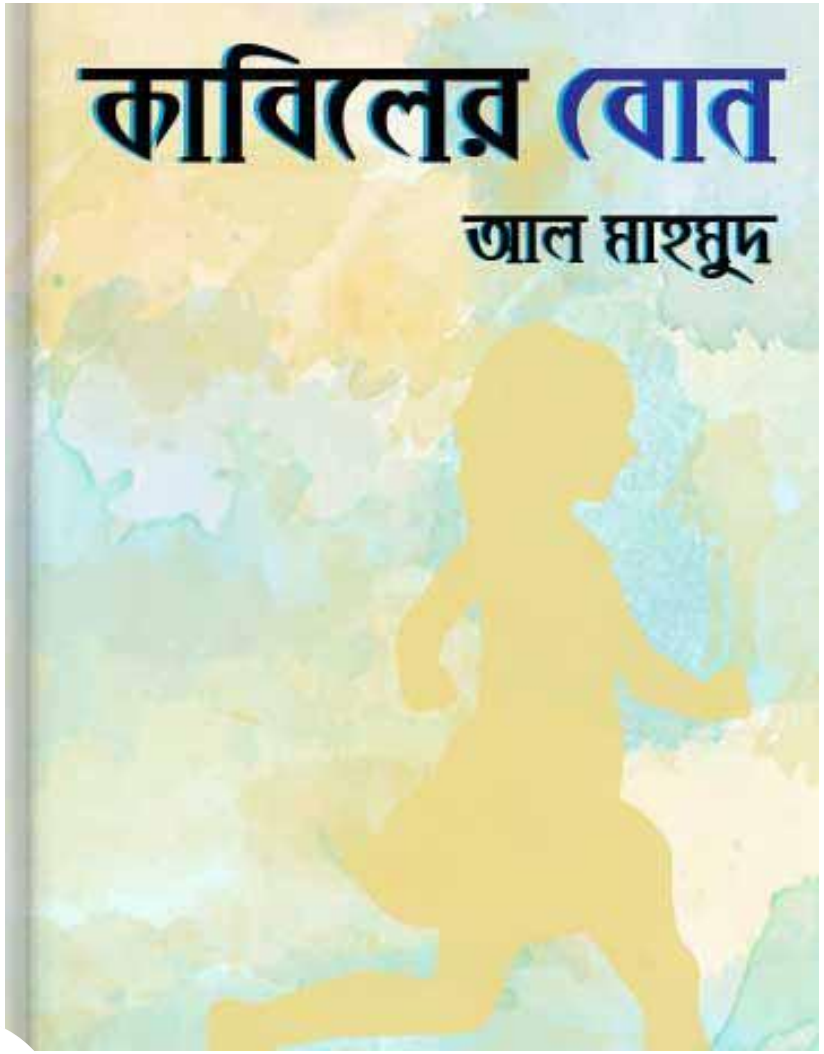

কাবিলের বোন

‘কাবিলের বোন’-এর মাধ্যমে বিশালায়তনিক এই উপন্যাস ধারণ করেছে অনেক কিছু।

উপন্যাসের শেষে এসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলেও এর প্রধান অনুষঙ্গ **মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী, মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং এর তৎপরবর্তী সময়**। এই বিশাল সময় ধারণ করেছে জাতিগত সংঘাত ও অস্তিত্ব বিপর্যয়ের কাহিনি, প্রেমের মনোজাগতিক জটিলতা ও দ্বান্দ্বিক পরিণতি, আত্মপরিচয়ের সংকট, মানবিক বিপর্যয়ের মর্মন্তুদ বিধেয়।

P2A

স্বাধীনতা পদক ২০২৫

সাহিত্যে মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ (মরণোত্তর) স্বাধীনতা পদক ২০২৫ লাভ করেন।

হেলাল হাফিজ

- হেলাল হাফিজ (Helal Hafiz) ১৯৪৮ সালের ৭-ই অক্টোবর নেত্রকোনা জেলার বড়তলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

সম্পাদক

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ১৯৭২ সালে তিনি তৎকালীন জাতীয় সংবাদপত্র **‘দৈনিক পূর্বদেশে’** সাংবাদিকতায় যোগদান করেন।

- ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন দৈনিক **‘পূর্বদেশের’** সাহিত্য সম্পাদক।

- ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে তিনি **‘দৈনিক দেশ’** পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক পদে যোগদান করেন ।

- সর্বশেষ তিনি **‘দৈনিক যুগান্তরে’** কর্মরত ছিলেন।

যে জলে আগুন জ্বলে

- ১৯৮৬ সালে বহুল আলোচিত হেলাল হাফিজের বিখ্যাত কবিতার বই **‘যে জলে আগুন জ্বলে’** প্রকাশিত হয়।
- ‘যে জলে আগুন জ্বলে’- এ কাব্যগ্রন্থে **হেলেন** নামে এক নারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যিনি ছিলেন কবির প্রেমিকা। তার সাথে বিচ্ছেদের পরে কবি প্রায় **২৫ বছর এক ধরণের স্বেচ্ছা-নির্বাসনে জীবন যাপন করেন**।
- অতঃপর নির্বাসিত জীবন থেকে বেরিয়ে তিনি বর্তমানে ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের নিকটে বসবাস শুরু করেন।

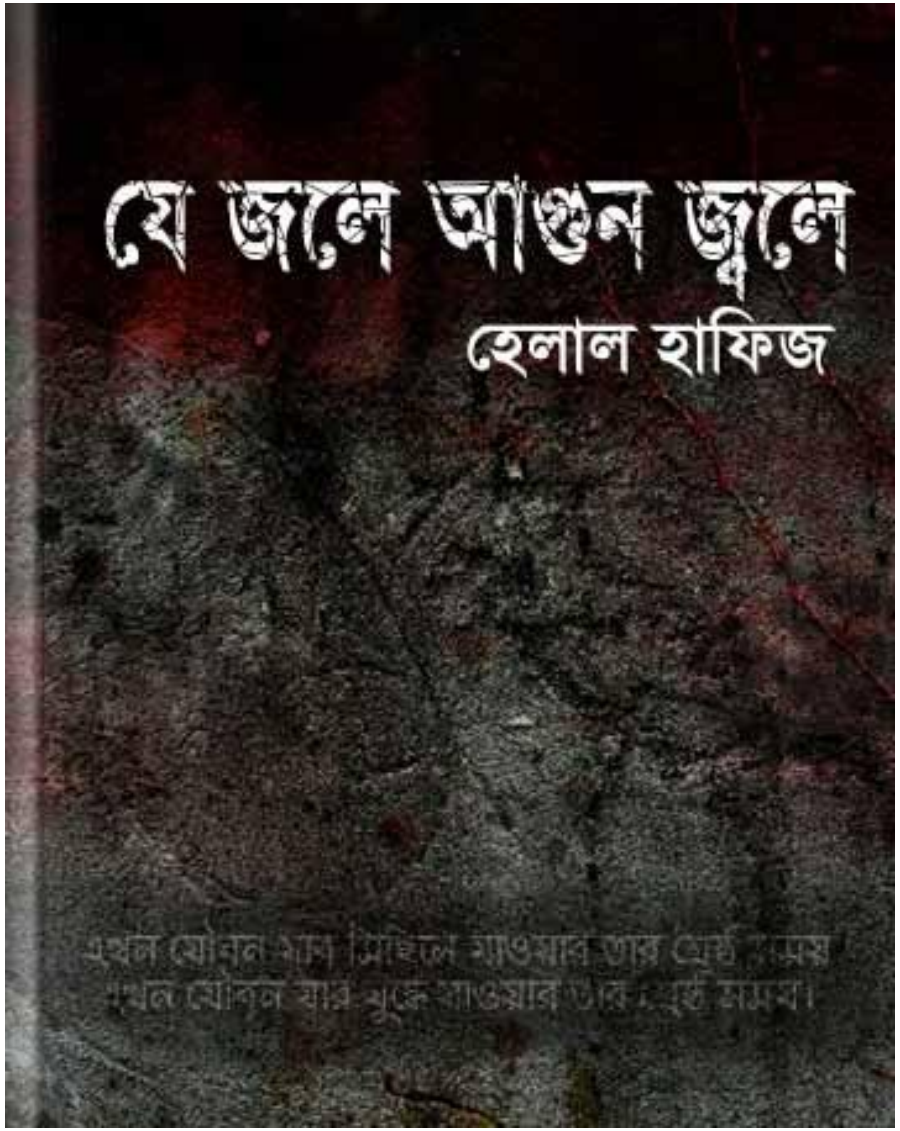

কবিতা একাত্তর

২৬ বছর পর ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় হেলাল হাফিজের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **‘কবিতা একাত্তর’**।

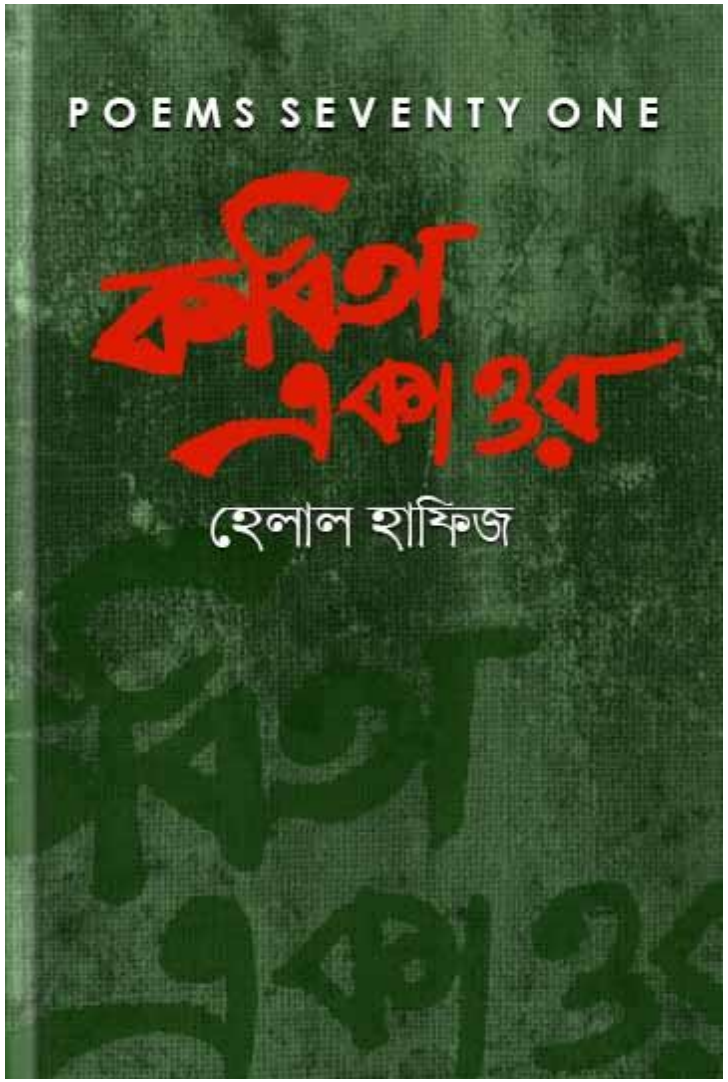

নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়

তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা **‘নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়’**।

এ কবিতার দুটি পঙক্তি:

‘এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়,

এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়’

ভাষা ও সাহিত্যে

একুশে পদক ২০২৫(মরণোত্তর)

প্রাপ্তদের মধ্যে হেলাল হাফিজ

একজন।

একুশে পদক-২০২৫ পেলেন যারা

ক্রমিক	মনোনীত ব্যক্তি/দলের নাম	ক্ষেত্র
১.	আজিজুর রহমান (মরণোত্তর)	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)
২.	উস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর)	শিল্পকলা (সংগীত)
৩.	ফেরদৌস আরা	শিল্পকলা (সংগীত)
৪.	নাসির আলী মামুন	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
৫.	রোকেয়া সুলতানা	শিল্পকলা (চিত্রকলা)
৬.	মাহফুজ উল্লা (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
৭.	মাহমুদুর রহমান	সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার
৮.	ড. শহীদুল আলম	সংস্কৃতি ও শিক্ষা
৯.	ড. নিয়াজ জামান	শিক্ষা
১০.	মেহেদী হাসান খান	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১১.	মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
১২.	হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্য
১৩.	শহীদুল জহির (মো. শহীদুল হক) (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্য
১৪.	মঈদুল হাসান	গবেষণা
১৫.	বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল	ক্রীড়া

৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সূত্র: সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়

DHAKA POST

হেলাল হাফিজের মৃত্যু

১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

একুশে পদক-২০২৫ পেলেন যারা

ক্রমিক	মনোনীত ব্যক্তি/দলের নাম	ক্ষেত্র
১.	আজিজুর রহমান (মরণোত্তর)	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)
২.	উস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর)	শিল্পকলা (সংগীত)
৩.	ফেরদৌস আরা	শিল্পকলা (সংগীত)
৪.	নাসির আলী মামুন	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
৫.	রোকেয়া সুলতানা	শিল্পকলা (চিত্রকলা)
৬.	মাহফুজ উল্লা (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
৭.	মাহমুদুর রহমান	সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার
৮.	ড. শহীদুল আলম	সংস্কৃতি ও শিক্ষা
৯.	ড. নিয়াজ জামান	শিক্ষা
১০.	মেহেদী হাসান খান	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১১.	মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
১২.	হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্য
১৩.	শহীদুল জহির (মো. শহীদুল হক) (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্য
১৪.	মঈদুল হাসান	গবেষণা
১৫.	বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল	ক্রীড়া

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সূত্র: সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়

DHAKA POST

P2A

শহীদুল জহির

- **শহীদুল জহির** (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ - ২৩ মার্চ ২০০৮) ছিলেন বাংলাদেশী ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক।
- জহির পুরান ঢাকার নারিন্দায় জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি **বাংলা সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার** অন্যতম প্রবর্তক।

শহীদুল জহির গল্প সংকলন

- পারাপার
- ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প
- ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প

P2A

শহীদুল জহির উপন্যাস

- **জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা** (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবে বিবেচিত)
- **চন্দন বনে**
- **সে রাতে পূর্ণিমা ছিল**

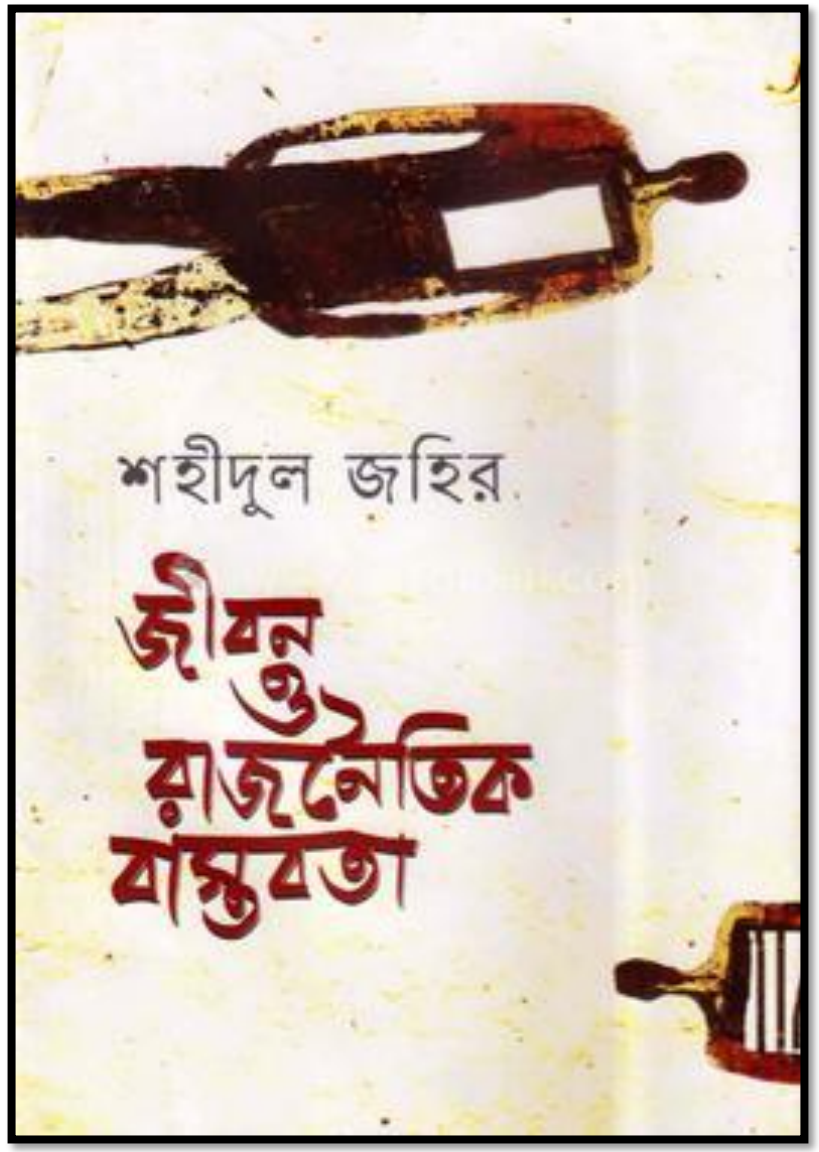

P2A

ভাষা ও সাহিত্যে

একুশে পদক ২০২৫(মরণোত্তর)

প্রাপ্তদের মধ্যে শহীদুল জহির

একজন।

একুশে পদক-২০২৫ পেলেন যারা

ক্রমিক	মনোনীত ব্যক্তি/দলের নাম	ক্ষেত্র
১.	আজিজুর রহমান (মরণোত্তর)	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)
২.	উস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর)	শিল্পকলা (সংগীত)
৩.	ফেরদৌস আরা	শিল্পকলা (সংগীত)
৪.	নাসির আলী মামুন	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)
৫.	রোকেয়া সুলতানা	শিল্পকলা (চিত্রকলা)
৬.	মাহফুজ উল্লা (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
৭.	মাহমুদুর রহমান	সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার
৮.	ড. শহীদুল আলম	সংস্কৃতি ও শিক্ষা
৯.	ড. নিয়াজ জামান	শিক্ষা
১০.	মেহেদী হাসান খান	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১১.	মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
১২.	হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্য
১৩.	শহীদুল জহির (মো. শহীদুল হক) (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্য
১৪.	মঈদুল হাসান	গবেষণা
১৫.	বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল	ক্রীড়া

৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সূত্র: সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়

DHAKA POST

P2A

শহীদুল জহিরের মৃত্যু

- **২০০৮** সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় ঢাকায় তার মৃত্যু হয়।

- ২০০৮ সালে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তিনি **ভারপ্রাপ্ত সচিব** পদে নিযুক্ত ছিলেন।

- মৌরীফুল
- উপমহাদেশ
- ‘নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়’
- তরঙ্গভঙ্গ
- চাঁদের অমাবস্যা
- আক্কাস

- সোনালী কাবিন
- জাহান্নম হইতে বিদায়
- পুতুলনাচের ইতিকথা
- ‘চাঁদের অমাবস্যা’
- প্রাগৈতিহাসিক

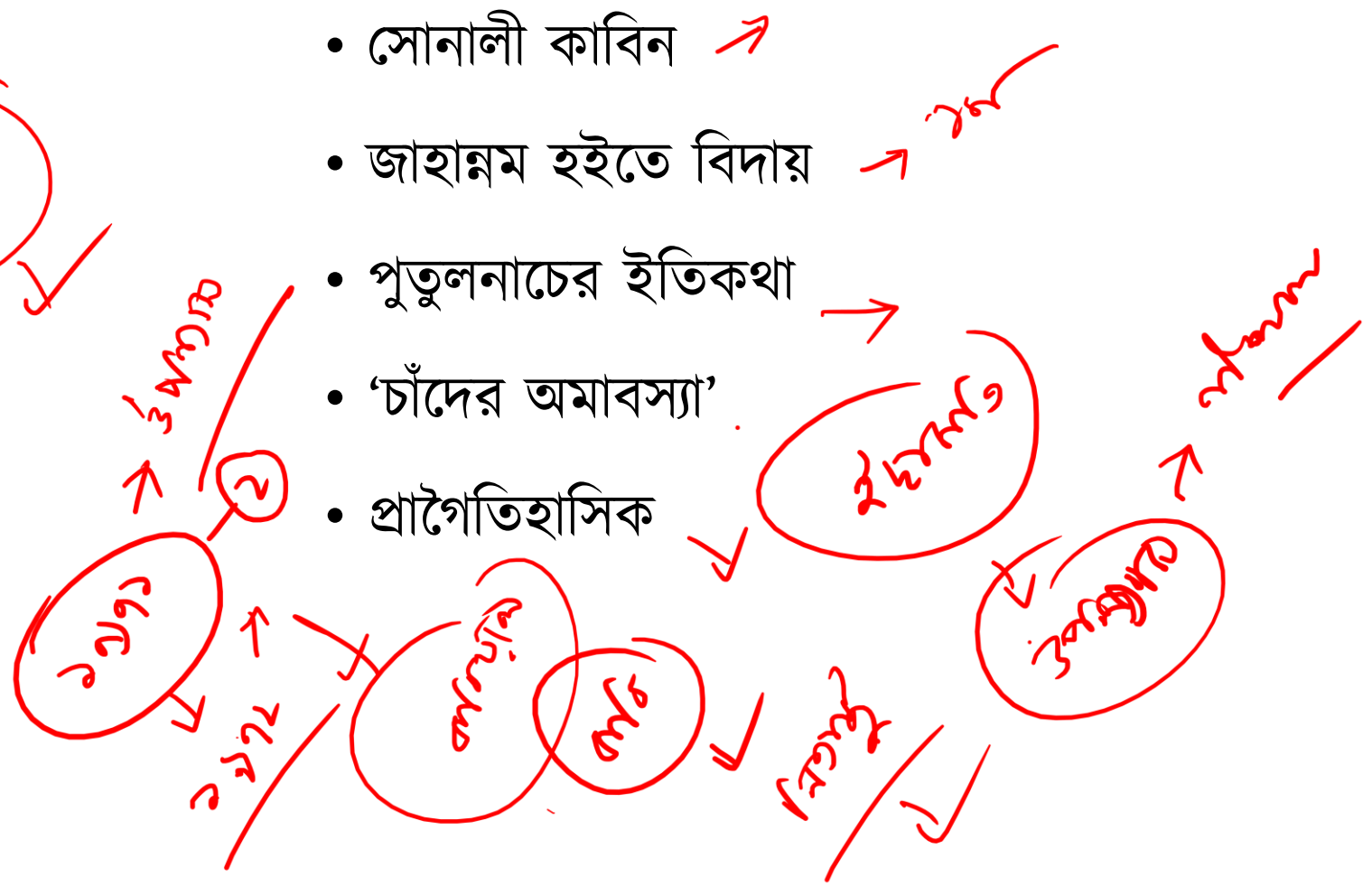

- Thank You